ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।


তিনের পাতায়


৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা



নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী


৭ এর পাতায়


কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা, ১৯ আশ্বিন – ২৫ আশ্বিন, ১৪৩০ ঃ ৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 51, 7 October - 13 October, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা


## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** বাংলার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত

ইডি অফিসার মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে তদন্ত থেকে সরিয়ে দেবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এমনকি তাঁকে বঙ্গের কোনো তদন্তে না রাখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

**রবিবার :** বঙ্গ যখন ডেঙ্গিতে জেরবার তখন প্রকট হল রাজ্য

বিধানসভার স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির গাফিলতি। নজরদারি এই কমিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কোনো রিপোর্ট তো দেয়নি, একটা মিটিংও করে নি।

**সোমবার :** ডেঙ্গিতে ফের মৃত্যু হল ২০ বছরের এক তরুণীর।

এই মরশুমে বঙ্গে ডেঙ্গি মৃত্যুর সংখ্যা ৪৯। আক্রান্ত পার করেছে ৪০০০০এর গণ্ডী। প্রশাসন কার্যত আত্মসমর্পন করেছে ডেঙ্গির কাছে।

**মঙ্গলবার :** মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে উত্থিত ভূকম্পে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ভুটানের বিস্তীর্ণ এলাকা। কম্পন অনুভূত হয়েছে অসম, অরুণাচল ও ত্রিপুরাতেও। রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫.২।

**বুধবার :** আ নাগাড়ে বৃষ্টি ও জলাধারের ছাড়া জলে বন্যার

ভ্রূকুটি দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। প্লাবিত হচ্ছে একের পর এক গ্রাম। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বাঁধ ভেঙে। সেতু, সাঁকো ভেসে গিয়ে যোগাযোগহীন গ্রামের পর গ্রাম। বিপর্যয় মোকাবিলা চলছে। ।

**বৃহস্পতিবার :** মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বান তিস্তায়। প্রবল

জলস্রোতে পুরোপুরি বিপর্যস্ত এক প্রধান ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন সুন্দরী সিকিম। ভেসে গেল ভেসে গেল ঘর, বাড়ি, সেতু, রাস্তা, মানুষ। কয়েকজন উদ্ধার হলেও নিখোঁজ বহু। আটকে প্রচুর পর্যটক।

**শুক্রবার :** যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হওয়ায়

যোগেশচন্দ্র আইন কলেজের অধ্যক্ষা সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েঙ্কা ও সহকারি অধ্যাপক অচিনা কুন্ডুকে আপাতত তাদের পদ থেকে অপসারণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# শারদ বঙ্গে দুর্নীতির দীর্ঘ ছায়া

**ওঙ্কার মিত্র**

বাংলার দুয়ারে কড়া নাড়ছে পুজো। মহালয়ার ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী বাজতে আর

মাত্র এক সপ্তাহ। বাঙালির এখন কেনাকাটা, প্যান্ডেল, প্রতিমা, সাজগোজ নিয়ে থাকার সময়। অথচ সেই সময়ে ভাগ বসাচ্ছে দুর্নীতি, রাজনীতি আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। শারদ সন্ধ্যায় বাঙালির ড্রইং রুমের সময় কেড়ে নিচ্ছে ইডির হানা, সিবিআইয়ের ডাক আর বঞ্চনা নিয়ে রাজনীতির আকচাআকচি। এসব নিয়ে বাঙালির ভারাক্রান্ত মনপ্রাণে আরও বেদনা ঢেলে দিচ্ছে প্লাবন, ভূকম্প ও ডেঙ্গি। বাঙালি ভাসছে, বাঙালি কাঁপছে, বাঙালি মরছে। পাশে নেই কেউ। দুর্নীতির দায়ে এবার পুজোতেও গণ্ডাখানেক বাঙালি থাকবে গরাদের পিছনে। বাঙালিকে পুজোর সময় তদন্তের পিছু ছাড়াতে কোর্টে গিয়ে আবেদন জানাতে হচ্ছে। কত বাঙালি এবারের পুজোতেও রাস্তায় তাদের হকের দাবি আদায়ে বসে থাকবে। সারদা, নারদ, গরু পাচার, বালি–পাথর–কয়লা চুরির পর নতুন করে শুরু হয়েছে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত। এমন পুজো বাঙালির অনেকটাই অচেনা। উপরের চাকচিক্য ছাড়া ইউনেস্কো ঘোষিত হেরিটেজ দুর্গাপুজোটা প্রাণ দিয়ে আস্বাদনই করতে পারছে না বাঙালি। গ্রামে গ্রামে বাঙালি কাজের টাকা পাচ্ছে না, বাড়ি ছাড়ছে রোজগারের আশায়, মশার কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছে

হাজার হাজার বাঙালি, যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের অপেক্ষার অবসান হচ্ছে না। পুরসভা, পঞ্চায়েত, সরকারি পরিষেবাহীনতায় বাঙালির পুজোর স্বাদ কেমন পানসে হয়ে যাচ্ছে। পুজোর আগে কেনাকাটায় প্যান্ডেল বাঁধতে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছে বাঙালি। বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেই, হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, মনে শান্তি নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সবকিছুর জন্য দায়ী আসলে দুর্নীতি।

তবু দুর্গাপুজোর মহিমা অনন্য। শোষক শোষিত সকলেই মায়ের পায়ে আছড়ে পড়বে ধনং দেহি, যশো দেহি বলে। অষ্টমীর সকালে বাঙালি অঞ্জলি দেবে, প্যান্ডেল হপিং–এ বেরোবে, বিসর্জনে নাচবে। এই তো মাত্র ৫টা দিন সব কিছু ভুলে থাকার সময়। আবার তো সেই ইডি, সিবিআই, কোর্ট–কাছারি, জেল–জরিমানা। দুর্নীতির গন্ধে ফের ভরে উঠবে বাঙালির বাতাস। বাঙালির এখন একটাই প্রার্থনা পরের পুজোটা যেন বাঙালিকে দুর্নীতির পাঁকে দাঁড়িয়ে মাকে ডাকতে না হয়।

# বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ম্লান শারদোৎসব

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাকপুর মূলত জুট মিলগুলোর জন্যেই শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। একসময় এই বারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হত। সেই শিল্পাঞ্চলের জীবন–জীবিকা আজ হতাশা ক্লিষ্ট। যেখানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই শারদোৎসবে রাজ্যকে উৎসব মুখরিত করার জন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ক্লাব–সংগঠনগুলোকে সত্তর হাজার করে টাকা অনুদান দিচ্ছেন সেখানে এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন–জীবিকা উৎসব মরসুমে যেভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন তাতে সমগ্র শিল্পাঞ্চল যেন এক বৈষম্যের শিকার। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কারস্ ইউনিয়নের সম্পাদক অমল সেন বলেন, শিল্পাঞ্চলে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়েই উৎসব মরসুমের সূচনা হয়। কারণ বিশ্বকর্মা পুজো একান্তভাবেই শ্রমিকদের উৎসব। এই দিন সমস্ত কারখানার গেটগুলি খোলা থাকে। এদিন শিল্পাঞ্চল জুড়ে জনস্রোতের ঢল নামে। ইদানিং সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। বিটি রোড আর ঘোষপাড়া রোডের দুপাশ দিয়ে

অসংখ্য বন্ধ কল কারখানা কঙ্কালের মতো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বন্ধের তালিকায় ২০টিরও বেশি কটন মিল বা কাপড় কল ছাড়াও রয়েছে হিমানি, উইমকো, টিটাগড় পেপার মিলস, ন্যাশনাল রাবার, হিন্দুস্থান লিভার সহ গৌরীপুর জুটমিল, আলেকজাণ্ডার জুট মিল, খড়দহ জুট মিল, ফেনিসন জুট মিল গুলি। মোট ২৪টি জুট মিলের প্রায় অর্ধেকই বন্ধ আছে। মোহিনী জুট মিলের জমি নিয়ে চলছে প্রোমোটারদের দড়ি টানাটানি। যে জুট মিলগুলি চালু আছে সেগুলিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক হল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এক একটিতে দু'তিন হাজার শ্রমিক কাজ করলেও কোনও স্থায়ী শ্রমিক নেই। এরা মূলতঃ কাজ করে স্বীকৃতিবিহীন, অধিকারহীন শ্রমিক হিসেবে। প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে বন্ধ থাকা গোলন্দপাড়া জুট মিলে ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বহু মালিকরা লোকসানের অজুহাতে কলকারখানা বন্ধ করে প্রোমোটিং ব্যবসায় ঝুঁকে পড়ছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ছত্রভঙ্গ কলকাতার রাস্তাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মা দুর্গার এবারের আগমন ঘোটকে। ফল ছত্রভঙ্গ। আর দুর্গাদেবীর এবারের বিদায় গমন ওই ঘোটকেই। ফল ওই ছত্রভঙ্গই। কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারের তরফ থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে ৪১টি রাস্তার তালিকা দেওয়া

হয়েছিল। কোনোটার অবস্থা খুবই খারাপ গাড়ি চলে নৌকার মতো দুলতে দুলতে। কোনওটার আবার অবস্থা এবড়োখেবড়ো খানাখন্দে ভরা। কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক দফতরকে তা সারাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু বাধ সেধেছে দীর্ঘ নিম্নচাপ। আর তাতে সাঁড়াশির চাপে পড়ে গিয়েছে পৌর সড়ক দফতরের আধিকারিকরা। ননস্টপ বৃষ্টিতে হটমিক্স দিয়ে কাজ হবে কখন? রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কবে আসবে। এদিকে সড়ক দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, ভরা বৃষ্টিতে কাজ হলে হটমিক্স ভেঙে যাবে। বৃষ্টি থেমে রোদ উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া কোনও উপায় নেই। বৃষ্টিতে কাজ হলে পৌর অর্থ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# হোঁচটেই ভোগান্তি দর্শনার্থীদের

### আলিপুর সদর মহকুমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কদিন বাদেই দুর্গাপুজো। সারা বছরের প্রতীক্ষার পর, পুজোর কটা দিন মানুষজন উৎসবে সামিল হবে। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে ভিড় জমাবেন দর্শনার্থীরা। কিন্তু আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ, মহেশতলা, সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকার রাস্তাঘাটের যা হাল, তাতে করে দর্শনার্থীরা স্বাভাবিক ছন্দে উৎসবে সামিল হতে পারবেন কিনা সেই বিষয় নিয়ে পুজো উদ্যোক্তারা চিন্তিত। বজবজ এলাকার চড়িয়াল থেকে বজবজ পয়স্টার মোড় পর্যন্ত মূল সড়ক বিপর্যস্ত। বর্ষার জল জমে আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বজবজ স্টেশন রোডেরও বেহাল অবস্থা। সুভাষ উদ্যান থেকে বাঁদিকে চলে গেছে এ এম ঘোষ রোড। ঐ রোড সংলগ্ন সুভাষ উদ্যানে বিশাল দুর্গাপুজো হয় বজবজ কেন্দ্রীয় দুর্গোৎসব কমিটির যার পরিচালনায় উদয় সংঘ, ঐ রোডেরও বেহাল অবস্থায় নিত্যযাত্রীরা জের বার হচ্ছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু পাকা করার দাবি

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার দুটি পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষের। বারবার বলার পরেও কোনো কাজ না হওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া আবাদ ও হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামের সংযোগ স্থলে। এখান দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দীর্ঘ ১০০ বছর আগে থেকে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় প্রথমে একটি বাঁশের সাঁকো বানানো হয়। এই ভাবে বেশ কয়েক বছর চলতে থাকার পরে গ্রামবাসীরা

বিভিন্ন দফতরে জানানোর পর গত তিন বছর আগে একটি কাঠের সাঁকো তৈরির করা হয়। বর্তমানে এক বছর না যেতে যেতেই কাঠের সেতুটির বেহাল দশা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকা বাসী ও স্কুলের পড়ুয়াদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

# রায়পুর নদী বাঁধে ভাঙন

**কুনাল মালিক**

গত শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চলে হুগলি নদী তীরবর্তী নদী বাঁধে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। তড়িঘড়ি ব্লক ও নোদাখালী থানা প্রশাসন ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা ছুটে আসেন। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা হয়। প্রবল বৃষ্টিতে দু–একদিন পর আবারও ভাঙন গ্রাস করে নদী বাঁধকে। এক সপ্তাহ সময়ে তেমনভাবে কোনো সংস্কারের কাজ না হওয়ায় এলাকার মানুষজন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণ দাস বলেন, দ্রুত কাজ করে বাঁধ রক্ষা করতে হবে। মহালয়ায় আবারও কোটাল আসবে। তখন পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। স্থানীয় হাটপাড়ার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে আছে। ডি–রায়পুর পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান রাজকুমার পরামানিক বলেন, টেন্ডার সংক্রান্ত কারণে কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। তবে শুক্রবার থেকে সেচ দপ্তর সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য এখানে কংক্রীটের বাঁধ চাই। না হলে আবারও ভাঙন হবে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমি দিল্লি থাকাকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। শুক্রবার থেকে জোর কদমে কাজ শুরু হয়েছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর সঙ্গেও কথা বলেছি। আগামী দিনে স্থায়ী কংক্রীটের বাঁধের পরিকল্পনা হচ্ছে।

ছবি : অরুণ লোধ

# কোন সালের লাইভ কন্ঠ এবার মহালয়ায়?

**প্রিয়ম গুহ**

যে মহিষাসুরমর্দিনী গীতাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে মহামায়ার আগমনবার্তা এসেছিল ১৯৬২ সালে সেই কন্ঠ ২০২২ সালেও আগমনবার্তা নিয়ে আসে।

১৯৬৬ সালে আকাশবাণী যে রেকর্ডটি করে সেটাই আমরা শুনি যা বহুল প্রচলিত। সেই বছরের পর থেকে আকাশবাণী কেন্দ্র আর সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি হয়নি এমনি আমরা জেনে এসেছি। আকাশবাণীর মাধ্যমে জানা যায় ১৯৬৬–র আগে অবধি প্রত্যেক বছরই সেই অনুষ্ঠানের একটি করে স্যাডো ফাইল রাখা থাকে যা আকাশবাণীর অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রয়েছে, এটাই নিয়ম। সেই সংগ্রহ থেকেই বিগত কয়েক বছর ধরে ১৯৬৬–র রেকর্ড না চালিয়ে অন্যান্য বছরের রেকর্ড চালাচ্ছে আকাশবাণী। যা সত্যি অসাধারণ অনুভূতি নিয়ে আসছে ইতিহাস কে ফিরে দেখা যাচ্ছে থুরি শোনা যাচ্ছে। ভালো করে শুনলে বোঝা যায় প্রত্যেক বছরই অনুষ্ঠানে বদল

আসত। শ্লোক থেকে শুরু করে গান সবেতেই কিছু না কিছু বদল লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রথম যেই শ্লোকটি সমবেত কণ্ঠে গানের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের রেকর্ডিংয়ে আমরা শুনতে পাই, ১৯৬২ সালে সেই সূচনা শ্লোকটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কন্ঠে শোনা যায়। পূর্বতন রেকর্ডিং গুলো শুনলেও বোঝা যায় সূচনা হতো বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কন্ঠে। এছাড়াও স্ক্রিপ্টের অদল বদল রয়েছে বিস্তর, শ্লোকের পরে গানের অদল বদলও রয়েছে, প্রচলিত রেকর্ডিংয়ে যেই শ্লোকের পরে যেই গান রয়েছে তা পূর্বতন গুলিতে কোন না কোন জায়গায় বদল ঘটেছে। কোন গান সামনের দিকে এসেছে তো কোন গান আবার একদম শেষের দিকে গিয়েছে যেমন ১৯৬২ সালে জাগো তুমি জাগো এই গানটি নেই।

আসলে বদল এবং গবেষণা প্রতিনিয়ত করতেন সেইসব দিকপালেরা এবং দেখতেন কোনটি ভাল হচ্ছে। তারপরই তারা রেকর্ডিং করে যা হয়ে ওঠে এক অমর সৃষ্টি। আজ তারা নেই কিন্তু আকাশবাণীতে মহালয়ার প্রাত প্রত্যুষে ঠিক চারটের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বানী কুমার,পঙ্কজ কুমার মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং আরো শিল্পীরা উপস্থিত হন, ঘোষণা হয় নাম, যেন মনে হয় ধুপ–ধুনার

এরপর পাঁচের পাতায়


কবিতা লিখছেন

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জাদুকর প্রদীপ চন্দ্র সরকার ,মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শ্যামলকুমার সেন, পার্থসারথি ঘোষ, সৌভিক গাঙ্গুলী, তারাশঙ্কর দত্ত ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, উমা শঙ্কর দাস
ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
মলয় সুর, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

হাসির গল্প সুকুমার মণ্ডল

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অশোকা পাঠক, নির্মল গোস্বামী সহ আরও অনেকে

সুপ্রিয়া দেবীকে স্মরণ : ড. শঙ্কর ঘোষ

মহম্মদ হাবিবের স্মৃতিচারণায় অভিমন্যু দাস

আসছে....

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 51, 7 October - 13 October, 2023

# উত্তরের আঙিনায়

## ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গ

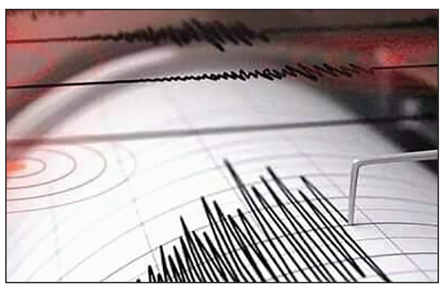

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গ। সোমবার সন্ধ্যায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানা গেছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন সন্ধ্যা ৬ টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলের তীব্রতা ৫.৩। এই ভূমিকম্পের ফলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের কারণে অনেকেই আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়েন।

## শিলিগুড়িতে পালন স্বচ্ছ ভারত অভিযান

**সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি :** গোটা দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি আজ শিলিগুড়ির পুরনিগমের অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করা হয়। এদিন সকালে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে উক্ত কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা এম এম আইসিসি শ্রীমতি শ্রাবণী দত্ত, আরো অন্যান্য কর্মীগণ। সকলে মিলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এর বিভিন্ন জনপদে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে আহ্বান জানান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার বিষয় সকলকে অবগত করেন। পাশাপাশি মশার মারার তেল যাওয়া হয় নর্দমা গুলিতে, ডেঙ্গি প্রতিরোধে তেল বিশেষ কার্যকরী। এদিন নিজে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শ্রাবণী দত্ত ব্যক্তিগতভাবে রাস্তা সাফাইয়ের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হন। তিনি এই বিষয়ে জানান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ জরুরী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে সকলের দেহ মন ও সুস্থ থাকবে।

## প্রকৃতির রোশানলে তছনছ উত্তর সিকিম, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান, তিস্তার ভয়াল রূপ, উত্তর সিকিমে তাণ্ডব লীলা তিস্তার। প্রসঙ্গত জানা গেছে, মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কারণে উত্তর সিকিমের অন্তর্গত লোনাক হ্র্দ সংলগ্ন এলাকায় হরপা বান, জলস্তর বেড়ে যায়। সেই জল তিস্তায়, যার কারনে ব্যাপক জলস্ফীতি, ধ্বংসলীলা চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সংলগ্ন এলকার একটি সেনা ছাউনি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২৩ জন সেনা নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদেরকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসন। জলের কারণে ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, জলের তোরে ভেসে গিয়েছে গাড়ি। প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। তিস্তার এই ভয়াল রূপ দেখলে শিহরিত হতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিকিম যাওয়ার ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আপাতত সমতল থেকে সিকিমে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন, উদ্ধার কার্যবাহিনী উদ্ধার কার্য নেমেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হড়পা বান, তিস্তার জলস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় লীলা চালায়। প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা, সামনেই রয়েছে পুজোর মরশুম। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে সিকিমে। উত্তর সিকিম হল পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য। লাচেন, লাচুন নিয়ে পর্যটকরা যেতে পছন্দ করেন। তবে পর্যটকরা গিয়ে যে এরকম দৃশ্য দেখবেন তারা তা কল্পনাও করতে পারেননি।

এদিকে শিলিগুড়িতে এসে রাজ্যের ও ভিন রাজ্যের প্রচুর পর্যটক বিপাকে পড়েছেন। সমতল শহর শিলিগুড়ি থেকে সিকিম পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গত তিস্তার গতিপথে রয়েছে গজলডোবা ব্যারেজ, ও দোমোহিনী জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সংলগ্ন এলাকা গুলি প্লাবিত হতে পারে, এই জন্য আগেভাগেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ও নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের রীতিমতো মাইকিং করে সাধারণ মানুষদের সতর্ক করা হয়। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

# কাজের খবর

## পোর্ট ট্রাস্টে ৪০ অ্যাপ্রেন্টিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিশাখাপত্তনম পোর্ট অথরিটির মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ 'গ্রাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস' ও 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৪০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টের বা ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্টনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'গ্রাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ : নানাপদে মোট ১৬টি।

মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন বা ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লো কোর্স পাশরা 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ মেকানিক্যাল ১১টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ৬টি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ৫টি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন কন্ট্রোল বা ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্রনিক্সে ২টি। প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.mhrd-nats.gov.in

## ৪০জন টেকনিক্যাল অফিসার সেনাবাহিনীতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্থলবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে 'টেকনিস্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে অফিসার পদে ৪০ জন অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে। কারা কোন শাখার জন্য যোগ্যতা : সিভিল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (স্ট্রাকচারাল), স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি, সিভিল অ্যান্ড রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্ল্যানিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি), সিভিল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওইনফার্মেটিক্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রণমেন্টাল অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল, এনভায়রণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং), এনভায়রণমেন্টাল প্ল্যানিং বা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'সিভিল' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৭।

মেকানিক্যাল (মেকাট্রনিক্স), মেকানিক্যাল, ও অটোমেশন, অ্যাডভান্সড মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, প্রোডাকশন, প্রোডাক্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমেটিভ টেকনোলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (অটোমোবাইল), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ম্যানুফ্যাকচারিং), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়েল্ডিং টেকনোলজি), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিজাইন), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রসেস অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাচারিং সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি,ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, অটোমোবাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস, অ্যাভোনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৭টি।

ওপরের ওই সব শাখার এক বছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪ সাল হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৭ থেকে ১-৭-২০০৪ সালের মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জুলাইয়ে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মাইনে ৫৬,১০০ থেকে ১,৭৭,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের 'কল লেটার' পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু ও ভোপালে। মোট ৫দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ৩-৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ে যাতায়াতের ভাড়া ফেরত পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ই-মেলে বা এসএমএস'এ জানানো হবে।

আর্কিটেকার, আর্কিটেকচারাল, আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডেকরেশন, আর্কিটেকচার অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, প্লাস্টিক টেকনোলজি, রিমোট সেন্সিং, ব্যালিস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল ইলেট্রনিক্স, ফুড টেকনোলজি, অ্যাগ্রিকালার ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল টেকনোলজি, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল সায়েন্স, মেটালার্জি অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস ইঞ্জিনিয়ারিং, লেজার টেকনোলজি, বায়োটেকনিক্যাল, রাবার টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, টেক্সাইল ইঞ্জিনিয়ারিয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'আর্কিটেকচার, প্লাস্টিক টেক, রিমোট সেন্সিং, ব্যালিস্টিক্স, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড টেক, অ্যাগ্রিকালচার, মেটালার্জিক্যাল, মেটালার্জি অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ, লেজার টেক, বায়োটেক, রাবার টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি বা, টেক্সটাইল' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি।

ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (টেকনোলজিশিয়ান ইলেট্রনিক রেডিও), ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের ডিগ্রি কিংবা এমএসসি ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (মাইক্রোওয়েভ), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম, অ্যাডভান্সড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম, অ্যাডভান্সড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কিংবা এমএসসি-কমিউনিকেশন ও এমএসসি মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন কোর্স পাশরা 'ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফাইবার অপটিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ, অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, 'সাটেলাইট কমিউনিকেশন'শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৪টি।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে:www.joinindianarmy.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। কোনো দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

### প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর, ২০২৩**

**মেষ রাশি :** পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাচনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কর্মে সাফল্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতি ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। প্রেম প্রণয়ে বাধা।

**প্রতিকার :** দুর্গা চাল্লিশা জপ করুন।

**বৃষ রাশি :** ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সন্তানের নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি নিয়ে সুরাহা ও মামলা নিয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ললিতা সহস্রনামের জপ করুন।

**মিথুন রাশি :** হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ কেতবে নমঃ' জপ করুন।

**কর্কট রাশি :** সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। প্রতিবেশির সঙ্গে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। জমি বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সুযাগ আসতে পারে। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। দলিল বা মূল্যবান নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

**সিংহ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রশংসা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

**প্রতিকার :** নিত্য আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

**কন্যা রাশি :** ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভুল সিদ্ধান্তের দরুণ কর্মস্থলে অপদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা সফল হতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পথে ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪০ বার 'ওঁ রাহবে নম' জপ করুন।

**তুলা রাশি :** দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি নিয়ে পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদে জনিয়ে পড়তে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। ঋণ পরিশোধন বিলম্ব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অভিনব বা নৃত্য গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুফল লাভের আশা। স্বাস্থ্যের যত্নের প্রয়োজন।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। বিদেশে কোনো দ্রব্য আমাদানি বা রপ্তানিতে ক্ষতির সম্ভাবনা। আত্মীয়ের থেকে বিড়ম্বনা ও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। যে কোনো কর্মে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ৪৩ বার 'ওঁ কেতবে নম'র জপ করুন।

**ধনু রাশি :** সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে গোলমালের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সুযোগ আসতে পারে ব্যবসায়িক দিক থেকে।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবায় নমঃ'র জপ করুন।

**মকর রাশি :** বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। পাড়া প্রতবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব ও শিব' জপ করুন।

**কুম্ভ রাশি :** শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ীও হতে পারেন। সৃষ্টিশীল কর্মে সাফল্য। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভ্রমণে বাধা। আয় বৃদ্ধি হলেও অতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

**প্রতিকার :** শনিবার দিন বিকলাঙ্গদের চাল দান করুন।

**মীন রাশি :** কর্মক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অপচয় ও অপব্যয়ের সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। ব্যবসায় ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যসিদ্ধির দরুন প্রশংসা লাভ। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা।

**প্রতিকার :** প্রতিদিন লিঙ্গস্তকর্ম জপ করুন।

## শব্দবার্তা ২৬৭

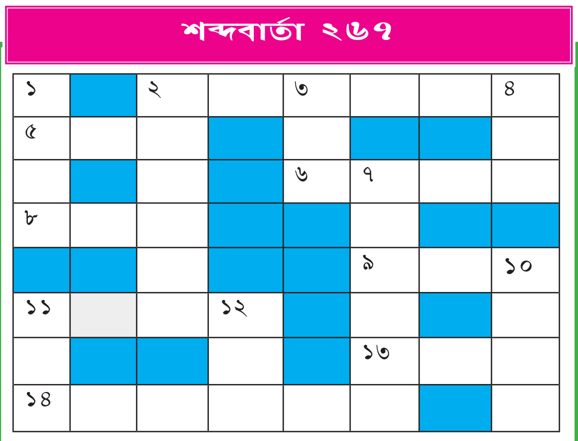


শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

২। অলীক কল্পনা ৫। হিসাব, তালিকা ৬। হিমালয় ৮। আহ্বানসূচক, হাজির হওয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত ৯। হেঁশেল ১১। যে বারণ করে ১৩। মাতা ১৪। নানান অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

**উপর–নীচ**

১। পইতে ২। শাস্ত্রীয় বা প্রথাগত নিয়ম পালন ৩। ধর্মরাজ ৪। মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ৭। অসন্তোষ প্রকাশ ১০। রোজগার ১১। ময়লাহীন, অমলিন ১২। ময়ূরপুচ্ছ।

**সমাধান : ২৬৬**

**পাশাপাশি :** ১। অঙ্গদ ৪। গরিব ৫। রকমফের ৬। পরিসাজ ৭। সংহার ৯। নিয়মসেবা ১১। কানাত ১২। জহর।

**উপর–নীচ :** ১। অবরজ ২। দশম ৩। ঠাকুরঘর ৪। গজারি ৬। পত্তনিদার ৭। সবাকার ৮। হালত ১০। মগজ।

**আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে**
**৯৮৭৪০১৭৭১৬**

**বিজ্ঞপ্তি**

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
**হিন্দ্ সংঘ**
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

**বিজ্ঞপ্তি**

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

**কর্মখালি**

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

# শরীর নিয়ে নানা কথা

## ব্রণ – বয়ঃসন্ধির সমস্যা

### ডাঃ মানস কুমার সিনহা

প্রায় প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালে ত্বকের যে সমস্যার সম্মুখীন নয় তা হল ব্রণের সমস্যা। ব্রণ এককে সময় এমন বিশ্রী আকার ধারণ করে যে কিশোর কিশোরীরা এক হীনমন্যতার সম্মুখীন হয়। ব্রণর এই বিশ্রী রূপ একনি ভালগারিস নামে পরিচিত।

**ব্রণ কেন হয়**

আমাদের ত্বক বা চুলের ঔজ্জ্বল্য বা মসৃণভাব রক্ষা করার জন্য আমাদের রোমকূপের নীচে একটি গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড থাকে যাকে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বলা হয়। এবং সেই গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় সিবাম। যদি রোমকূপ ব্লক হয়ে যায় বা নিঃসৃত সিবামের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন ব্রণর সৃষ্টি হয়। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে এন্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে যায় এবং এর প্রভাবেই সাধারণত এই বয়সে ব্রণ হয়ে থাকে। এছাড়া প্রোপাইনো ব্যাকটেরিয়াম একনি এবং একপ্রকার স্টাফাইলোকক্কাল ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবেও ব্রণ হয়ে থাকতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে, সাধারণত ২৫ বছর বয়সের পরে ব্রণ কমে যায়। যদিও অনেকেরই অনেক বয়স অবধি ব্রণ হয়ে থাকে।

**ব্রণর বিভিন্ন ধরন**

ব্রণ প্রথমের দিকে ব্ল্যাকহেডস বা সাদা দানা আকৃতির হয়ে থাকে এরপর এই ব্রণগুলিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে পুঁজ জমে এবং আকার বড় হয়। আর তার সাথে ব্যথাও হয়ে থাকে।

**ব্রণ কীভাবে কমানো সম্ভব**

* ত্বক যাতে কম তৈলাক্ত থাকে সেই দিকে নজর রাখতে হবে বারবার মুখ ধুতে হবে যাতে রোমকূপের মুখ কখনোই বন্ধ হয়ে না যায়।
* প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে।
* বেশি তৈলাক্ত খাবার এবং জাঙ্ক ফুড পরিত্যাগ করতে হবে।
* জীবনশৈলীর পরিবর্তন যেমন পরিমিত আহার, শাকসবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা, সঠিক পরিমাণ নিদ্রা, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, মানসিক চাপ কমানো ইত্যাদির মাধ্যমে দেহের হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং ব্রন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
* এছাড়া মেকআপ পরিত্যাগ করতে হবে।
* ফেসিয়াল ক্লিনজিং এর মাধ্যমে ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে।

### ব্রণর চিকিৎসা

ব্রণের চিকিৎসায় অনেক রকম ক্রিম পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ওষুধ ও এন্টিবায়োটিক এরও ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ মত সঠিক ক্রিম ব্যবহার করতে না পারলে অনেক সময় ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কালো ছোপ পড়ে যায় ত্বকে। এছাড়া ব্রণের চিকিৎসায় আজকাল লেজারেরও সফল ব্যবহার হচ্ছে। পলিসিসটিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পিসিওএসে যে সমস্ত মেয়েরা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ব্রণের সমস্যা বেশি করে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে পিসিওএস এর প্রকৃত চিকিৎসা জরুরি।

শরীর নিয়ে কথা

# বিদ্যালয়ের আশেপাশে দখল, বেকায়দায় পড়ুয়ারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মেনগেটের আশেপাশের জায়গা দখল করে খাবার দোকান সহ একাধিক দোকান করে চলছে ব্যবসা। ফলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বা বাইরে বেরোতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক অভিভাবকদের প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। দোকান পাতাতে কেন্দ্র করে ২৩ সেপ্টেম্বর হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। প্রধান শিক্ষক সুশান্ত রাহা বলেন, প্রশাসনকে জানাই নাই কিন্তু পৌরসভাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি। বিদ্যালয়ে এখন প্রায় পনেরোশো পড়ুয়া। অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। পেটের ভাত কারো মারতে চাই না কিন্তু বিদ্যালয়ের দিকটাও দেখতে হবে। সিউড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, যানবাহন জট সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটার গাইডলাইন পেয়ে সমাধান করি। পুজোর পর সিউড়ি শহরের এনক্লোডার ভেঙ্গে সরিয়ে দেব।

# দেওঘর পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই। সেই জল্পনাকে সত্যি করে ১৩০৪৫/১৩০৪৬ হাওড়া – দুমকা ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসকে দেওঘর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হল। ১অক্টোবর থেকে চালু হল নতুন রুটে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসের যাত্রা। পূর্ব রেল প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হাওড়া স্টেশন বিকাল ৪:২৫ ছেড়ে দেওঘর পৌঁছাবে রাত সাড়ে ১২টায়। দেওঘর স্টেশন থেকে ভোর ৩:১৫ ছেড়ে হাওড়া পৌঁছাবে সকাল ১১:৩৫। দুমকা ও দেওঘরের মাঝে বাসুকিনাথ এবং ঘোড়মারা স্টেশনে থামবে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরী রামপুরহাট – হাওড়া (ভায়া – সিউড়ি, দুর্গাপুর) ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন। পরে সেটিকে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার রুপ দেওয়া হয়। কোভিড পরবর্তী সময়ে রামপুরহাট থেকে দুমকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে এক্সপ্রেস ট্রেনে রুপান্তরিত করা হয়।

# ওটি সামলাবে নিরাপত্তারক্ষীরা নির্দেশ সুপারের, বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পর্যাপ্ত লোক নেই, তাই ২৪ ঘন্টা অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালানোর জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল নির্দেশ দেন হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা ওটিতে কাজ করবে। এইঘটনার প্রতিবাদে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বলে বিক্ষোভ দেখায় নিরাপত্তারক্ষীরা। নিরাপত্তারক্ষী কার্তিক দাস বলেন, সুপার বলেছেন যা বলবো তাই হবে। ওটিতে হেল্পার হিসাবে কাজ করবে নিরাপত্তারক্ষীরা। বিক্ষোভ দেখানোর সময় সুপারের ঘরে সুপারভাইজার তরুণ গড়াইকে কলার ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে মারধর করেন সুপার। পর্যাপ্ত লোক নেই বলে এক শিফ্ট কাজ করতে পারছে না। আর সুপার বলছেন তিন শিফ্টে অপারেশন থিয়েটার চালাতে। সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ওটি চালানোর ব্যবস্থা করেছি। নতুন স্টাফ নেওয়ার সুযোগ নেই। ওয়ার্ড থেকে তুলবো, নিরাপত্তারক্ষী থেকে ওয়ার্ডবয় ওটিতে চিকিৎসক নার্সের হেল্পার হিসাবে কাজ করবে। ২৪ ঘন্টা অপারেশন থিয়েটার চালানোর জন্য ৮জন লোক লাগবে কিন্তু আছে মাত্র ৩জন। কাউকে মারধর বা হেনস্থা করা হয় নি।

# গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গোপনসূত্রে খবর পেয়ে প্রায় ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল বাবু শেখ ওরফে দিলসাদ শেখ এবং হিরাজ শেখ। ৩০ সেপ্টেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৪দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেনবিচারক। পাবলিক প্রসিকিউটর তমোঘ্ন গোস্বামী বলেন, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চার কেজির কিছু বেশি গাঁজা উদ্ধার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ২জনকে ধরা হয়েছে। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা এনে লোকাল মার্কেটে ব্যবসা করতো।

# দেওয়াল পড়ে মৃত ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** টানা বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়লো বাড়ির দেওয়াল আর তা চাপা পড়ে প্রাণ হারাল ৭৮ বছরের এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুরের উপরডাঙাল গ্রামে। রবিবার সকালে তমালকৃষ্ণ মণ্ডল নামে ওই বৃদ্ধ বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যবশত তাঁর উপরেই ভেঙে পড়ে মাটির দেওয়ালটি। দেওয়াল ভাঙার শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা। মাটি সরিয়ে দ্রুততার সঙ্গে ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ততক্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। দুর্ঘটনার পর নিয়ম অনুযায়ী খবর দেওয়া হয় পুলিশে। মৃতদেহ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

# বর্ধমানে লোকালয় থেকে জংলী খরগোশ উদ্ধার

**দেবাশিস রায়:** সোমবার রাতে বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগর থেকে একটি জংলী তথা কালোগ্রীব খরগোশ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুষ খরগোশটির বয়স আনুমানিক মাস দেড়েক। ওই রাতে কোনও বন্য প্রাণীর তাড়া খেয়ে ভীত খরগোশটি এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই বাড়ি থেকে খরগোশটিকে উদ্ধার করেন বর্ধমানের একটি পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। বর্তমানে তাদের অধীনেই বন্য প্রাণীটির যত্ন–আত্তি চলছে। ওই সংস্থার কর্মকর্তা অর্ণব দাস জানান, কাঞ্চননগরের একজনের বাড়ি থেকে একটা জংলী খরগোশ উদ্ধার করা হয়েছে। মাস দেড়েকের ওই খরগোশটিকে যথাযথভাবে সুস্থ করে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট পরিবেশেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, একসময় বর্ধমানের কাঞ্চননগর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর সংখ্যায় জংলী খরগোশের আস্তানা ছিল এবং তা এলাকার বাসিন্দাদের প্রায়শঃই নজরে পড়ত। তারপর চোরাশিকারীদের খপ্পরে পড়ে এই বন্য প্রাণীর সংখ্যা কমতে কমতে কার্যত তলানিতে ঠেকে। দীর্ঘদিন পর ওই এলাকায় একটা জংলী খরগোশের হদিস মেলায় বর্ধমানের পশুপ্রেমী মানুষজন নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

# জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হওয়া মেয়েকে পাঠানো হল সরকারি হোমে

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর:** জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় রাস্তা থেকে উদ্ধার কথা বলতে না পারা ১৯ বছরের একটি মেয়েকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে যাদবপুরের একটি সরকারি আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া এলাকায় কথা বলতে না পারা একটি মেয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরনে ভালো জামা কাপড় আছে। স্থানীয় মানুষ জন ওই মেয়েটিকে বারবার

বাড়ির ঠিকানা, নাম জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু বলতে পারে নি। তাই জয়নগর থানায় খবর দিলে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে পুলিশ মেয়েটিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং বিভিন্ন সোর্স মারফত মেয়েটির নাম, পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা জানার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো ভাবে তা না পাওয়ায় আইন অনুযায়ী তাকে সরকারি আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয় বুধবার। জয়নগর থানার আই সি চান যদি কেউ ঐ মেয়েটির কোনো সন্ধান দিতে পারে তাহলে জয়নগর থানায় যোগাযোগ করতে পারেন।আর আমরা চাই যাতে এই মেয়েটি দ্রুত তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারে।

# জাতীয় সড়ক মেরামতে সদাইপুর থানার পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ৬০ নং জাতীয় সড়কের দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই ও বাঁধেরশোল গ্রামের মাঝে অবস্থিত বক্রেশ্বর ব্রীজ। খাল গর্তে ভর্তি ব্রীজ।

ছোটোখাটো দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। মঙ্গলবার ব্রীজ মেরামতে হাত লাগালো সদাইপুর থানার পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা। গর্তে ট্রাক্টর করে ইট ভাঙা দিয়ে মেরামত করা হয়।

# ওঝা–গুণীনের কেরামতি,মৃত্যু হল সাপে কামড়ানো বধূর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কালাচ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতের নাম কল্পনা বিশ্বাস(৫০)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা ব্লকের কচুখালি পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর কচুখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৩ নম্বর কচুখালি গ্রামের বাসিন্দা কল্পনা বিশ্বাস। বুধবার ভোর তিনটে নাগাদ বিছানার মধ্যে একটি কালাচ সাপ কামড় দেয়। ডান হাতে কামড় দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন এবং সাপও দেখতে পায়। ঘটনার কথা পরিবারের সদস্যদের জানায় ওই বধূ। পরিবারের লোকজন গড়িমসি করে স্থানীয় এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। রোগীর পরিস্থিতি ভালো নয় বুঝতে পারেন গ্রামীণ চিকিৎসক। তিনি তড়িঘড়ি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কল্পনা বিশ্বাস তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্থানীয় এক ওঝা–গুণীনের কাছে নিয়ে যেতে বলেন। ইচ্ছা না থাকলেও বধূর

কথা মতো পরিবারের লোকজন ওঝার কাছে নিয়ে যায়। এরপর ওঝা তার কেরামতি দেখাতে থাকে।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে বধূকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের লোকজনদেরকে জানায়। চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি ওই বধুকে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রওনা দেয়। সেখানে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছালে ওই বধুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'একটা সাপে কামড়ানো রোগীকে চিকিৎসা করার সুযোগ পেলাম না। মৃত অবস্থায় নিয়ে এসেছিল। ওঝা–গুণীনের দাপটে মৃত্যু হল। এটা লজ্জাজনক। এর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন।

# রাজ্যে প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা শুরু মঙ্গলবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল রাজ্যে বৃত্তি পরীক্ষা। শেষ হবে শনিবার। এবারে রাজ্যে মোট ২২৫০ টি সেন্টারের মধ্যে দিয়ে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯০০ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসে। তার মধ্যে বারুইপুর জোনের ৩৮টি সেন্টারে ৩৩৩৭ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসে। গত ১৯৯২ সাল থেকে টানা এখনো পর্যন্ত রাজ্যে এই বৃত্তি পরীক্ষা চলে আসছে। মোট ৫টি বিভাগে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। বাংলা, অংক,সমাজ বিজ্ঞান, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। মূলত প্রাথমিকে পড়ুয়াদের জ্ঞান বাড়ানোর

লক্ষ্যেও আগামী দিনে ভালো পড়ুয়া তৈরির উদ্দেশে এই বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। বহু আগ্রহে এই পরীক্ষায় বসে পরীক্ষার্থীরা। আর এই পরীক্ষায় তাদের ছেলে মেয়েদের বসাতে পেরে খুশি অভিভাবকেরা। আর মঙ্গলবার এবিষয়ে প্রাথমিক উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুর জোনের সভাপতি মঙ্গল মুখার্জি ১ম দিনের পরীক্ষা সম্পর্কে তুলে ধরলেন যাবতীয় তথ্য।

# বকুলতলা থানার উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতা পদযাত্রা নিমপীঠে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোমবার বকুলতলা থানার উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতা পদযাত্রা করা হয় নিমপীঠে। এদিন নিমপীঠ আশ্রম মোড় থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়ে তুলসিঘাটা মোড়ে গিয়ে শেষ করে। এদিনের এই পদযাত্রার সূচনা করেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ। এছাড়া এদিন এই পদযাত্রায় পা মেলালেন জয়নগর সিআই দেবাঞ্জন সেন,বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল,বকুলতলা থানার এস আই সনাতন কর্মকার, স্কুল পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সিভিক ভলেন্টিয়ার ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। ডেঙ্গু মোকাবিলায় কি করণীয় তা তুলে ধরা হয় এদিনের এই মিছিলের মধ্যে দিয়ে।

# দমদম জিআরপি'র রেকর্ড মোবাইল উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমনের পাশাপাশি খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারও এখন পুলিশের দৈনন্দিন কাজের তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে। তবে এই মোবাইল ফোন উদ্ধারের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে শিয়ালদহ এস আরপির অধীন জিআরপি থানাগুলি বেশি সফল। এ কারণে ফোন মালিকদের মোবাইল যেখানেই খোয়া যাক না কেন, তারা অধিকাংশই জিআরপি থানায় এসে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট মোবাইল মালিকদের। এখনকার অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলি যথেষ্ট দামী ও তথ্যনির্ভর হওয়ায় গ্রাহকরা সেগুলি ফিরে পাওয়ায় প্রত্যাশী। গত ২০২২ সালে এভাবেই দমদম জিআরপি থানা ৪৩২টি মোবাইল রিকভারি করে এবং সেগুলি গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়। চলতি ২০২৩ সালে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দমদম জিআরপি উদ্ধার করেছে ২৯৪টি ফোন। বাকি কয়েক মাসে তা গতবছরের রেকর্ডকে স্পর্শ করতে পারে বলে দমদম জিআরপি অনুমান।

# বোলপুর–সিউড়ি রাস্তা বেহাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রেল ওভারব্রিজের কাজের জন্য সিউড়ি হাটজনবাজারে বোলপুর। সিউড়ি রাস্তা খানাখন্দে গর্তে ভর্তি হয়ে বেহাল অবস্থায় । টানা বৃষ্টি হওয়ায় জল জমে বেহাল দশা তৈরি হয়েছে। প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, রাস্তায় মানুষ যেতে পারছে না। বড়ো বড়ো গাড়ি আটকে যাচ্ছে।

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## এস, ডি, ও–র অভিযোগ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বিশ্বস্তসূত্রের সংবাদে প্রকাশ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডায়মণ্ড হারবার শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ডায়মণ্ড হারবার এস, ডি, ও কলকাতা হেড অফিসের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে এক লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ গত ৫ অক্টোবর '৭২ সরকারী লেন–দেনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে ভীষণ ভীড় জমে যায়। টাকা তুলতে জনসাধারণের অত্যাধিক সময় লাগে। এস, ডি, ও, মিঃ চক্রবর্তী বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় না। এর প্রধান কারণ উক্ত ম্যানেজার মনোদয়ের কর্ম্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অভাব। এই দৃশ্য দেখার পর মি: চক্রবর্তীর ধারণা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কর্মিদের উপর কর্ত্তৃত্ব হারিয়েছেন এবং এই ম্যানেজারের দ্বারা ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না।

*৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ২রা নভেম্বর, ১৯৭২, ১৬ই কার্তিক, ১৩৭৯, বৃহস্পতিবার*

# প্রতিবেশীর মারে জখম শাশুড়ি, বৌমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রতিবেশীর মারে গুরুতর জখম হলেন শাশুড়ি ও বৌমা। গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি পঞ্চায়েতের তেঁতুল বেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা খয়রুন মোল্লা।

বুধবার রাতে তার ছেলে সফিকুল ও বৌমা আসমিনার মধ্যে বচসা চলছিল। একে অপর কে গালিগালাজ করছিল। অভিযোগ সেই সময় প্রতিবেশী আতিকুল লস্কর, রাজা লস্কর, লতিফ মোল্লারা লাঠি, লোহার রড,তালকাঠ নিয়ে সফিকুলের উপর চড়াও হয়। তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়।মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে সফিকুলের মা ও স্ত্রী দৌড়ে আসে। অভিযোগ তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এমনকী হাতও ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর জখম শাশুড়ি বৌমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে জখম গৃহবধু আসমিনা মোল্লা জানিয়েছেন, 'বাড়িতে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বচসা চলছিল। একে অপরকে গালিগালাজ করছিলাম। প্রতিবেশী আতিকুল লস্কর,রাজা লস্কর,লতিফ মোল্লা'র ভেবেছিলেন আমরা তাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করেছি।আচমকা লাঠি,লোহার রড,তালকাঠ নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। আমার শাশুড়ির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। আমার হাত ভেঙে দিয়েছে। ঘটনার বিষয়ে শাস্তির দাবি জানিয়ে বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

অন্যদিকে ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

# শিশু পাচার নার্সিংহোমে, গ্রেপ্তার ৮

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে বোলপুরের সিয়ান আদ্যাশক্তি নার্সিংহোমে বাচ্চা পাচারের অভিযোগে হাসপাতালের দুই কর্মী সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে রয়েছে নার্সিংহোমটি। সাঁইথিয়া থানার বড়সিজা গ্রামের আজমিরা বিবি সিয়ান আদ্যাশক্তি নার্সিংহোমে প্রসব করার পর নার্সিংহোমের দুই কর্মীর মাধ্যমে কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে কুননাহার গ্রামের মধুমিতা মন্ডলের কাছে বিক্রি করে দেয়।

গোপনসূত্রে খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালের দুই কর্মী, মধুমিতা মন্ডল সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি বলেন, পুলিশ প্রশাসন দেখছে। যেহেতু আমরা লাইসেন্স দিই তাই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দেখবো।

# ভদ্রেশ্বর স্টেশনে রেলের সংকীর্ণ সাবওয়েতে যানজট লেগেই থাকে

**মলয় সুর, হুগলি :** ভদ্রেশ্বর স্টেশন এলাকায় রেলের সরু সাবওয়ের জন্য যানজট নিত্যকার ঘটনা। যানজটের ফলে অধিকাংশ সময়ই অফিসযাত্রীরা ডাউন প্ল্যাটফর্মে ওঠার সাবওয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। এ সমস্যা এক–আধদিনের নয়, দীর্ঘদিনের। ডাউন প্ল্যাটফর্মে সাবওয়ের সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেই চিত্রটা পরিষ্কার হবে।

ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে রাস্তাটির নাম স্টেশন বাজার রোড। পাশেই রয়েছে বিশাল সবজি বাজার। রাস্তাটি চলে গিয়েছে সোজা দিল্লি রোডে।

অন্যদিকে, পূর্বদিকে একটি রাস্তা তেমাথা মোড় থেকে সোজা ব্রেথওয়েট কারখানার দিকে গিয়েছে। সাবওয়ের নীচে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় সকাল–সন্ধে সঙ্গী মারাত্মক যানজট। সরু সাবওয়ের জন্য পাশাপাশি দুটো চার–চাকার গাড়ি যেতে আসতে পারে না। পাশেই বাজার থাকায় সব সময়েই এই এলাকায় লোকজন একটু বেশিই আনোগোনা করে। সাবওয়ের নীচ দিয়ে টোটো, অটোও যায়। আসা–যাওয়া করে অ্যাম্বুলেন্স এবং খড় ভর্তি ভ্যানগাড়িও। কিন্তু সরু সাবওয়ের মুখে এসে সবকিছুই জট পাকিয়ে যায়। সাবওয়ের দু'প্রান্তে সাইকেল, টোটো রিকশা, বাইক, স্কুটি দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হয়ে যায়তীব্র যানজট। যানজটের জন্য অফিসযাত্রীরা ট্রেন ধরার তাড়ায় নিরুপায় হয়ে অতিকষ্টে প্রাণ হাতে নিয়ে কাটিয়ে কুটিয়ে প্ল্যাটফর্মে ওঠেন। ঝুঁকি নিতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে বিপদে পড়তে হয়। এদিকে ফুটওভারব্রীজে ওঠার ধকল সইতে পারেন না অনেক বয়স্কযাত্রী। সাবওয়ে চওড়া করে দেওয়ার জন্য বহুবার রেল–কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন–নিবেদন করেও কাজ কিছু হয়নি। শাসকদল এ ব্যাপারে উদাসীন। প্রসঙ্গত, সাবওয়ের দু'দিকের রাস্তাটি ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অধীনে। রাস্তার উপরই ফল বিক্রেতা থেকে হাওয়াই চটি বিক্রেতা সবাই জমিয়ে ব্যবসা করছে। প্রায় প্রত্যেকেই অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যবসা করছেন। একেই সংকীর্ণ সাবওয়ে, তার উপর হকারদের, রিকশওয়ালাদের উৎপাতের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা একেবারে জেরবার। একসময় 'সাবওয়ে চওড়া' করার দাবিতে একটি কমিটি তৈরি হলেও সেরকমভাবে কোনো সক্রিয়তা দেখা যায় না। এমনকী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁকেও ব্যাপারটা জানানো হয়। সেসময় রেল ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এসে খোঁজ খবর করেছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। ভদ্রেশ্বরের মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা, ৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর, ২০২৩

## ধর্মও হোক সবার

ধর্ম যে আজ 'আফিমের নেশা' নয় তা বিলক্ষণ বুঝেছেন নাস্তিক–আস্তিক সব পক্ষের রাজনীতিকরাই। বোধদয়ের বার্তা স্পষ্ট হয় দুর্গা পুজোর সময়। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে পুজো শব্দের পরিবর্তে উৎসব এমন কী দুর্গা পুজো সংখ্যা পত্রিকা শারদীয়া থেকে শারদ সংখ্যা লেখার ছুঁৎমার্গ ইদানিংকালে পল্লবিত হচ্ছে। জনজোয়ারের প্লাবনে আপ্লুত রাজনীতিকরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুজো প্যান্ডেলের সামনে দলীয় পত্র পত্রিকার বইমেলা করার সুযোগ হাত ছাড়া করেন না। বর্তমানে দুর্গা পুজো অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে উঠলেও শাসক কিংবা বিরোধীপক্ষের রাজনীতিক নেতা–নেত্রীরা ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সংস্কার মুখী কাজকর্মের ভাবনা চিন্তা কিংবা সাহস কোনও ব্যাপারেই এগিয়ে আসতে পারেন না।

ব্রিটিশ আমলে তারকেশ্বর শিব মন্দিরে ভক্তদের পুজো দেবার ব্যাপারে পূজারী পাণ্ডাদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উপকৃত হয়েছিলেন শিবভক্তরা সেই সময়ে। বর্তমান সময়েও ফিরে এসেছে পাণ্ডাদের টাকা নেওয়ার জোরজুলুম। তারাপীঠ কিংবা কালীঘাটে পাণ্ডারাজের খপ্পরে পড়েননি এমন ভক্ত কমই আছেন। দীর্ঘদিন ধরে কালীঘাটের গর্ভগৃহে একদল পাণ্ডা যাঁরা পূজো না করিয়েও স্রেফ মা কালীর কাছের মানুষ এবং ঠিকাদারী নিয়েছেন এমন ভাব নিয়ে গরিব–মধ্যবিত্তের ওপর কার্যত জুলুম করে থাকে তাতে ভিনরাজ্যের ভক্তদের মনেও কলকাতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। এমনকী ডালার দোকানের কিছু কিছু পূজারীদের টাকার অংশ ভক্তভেদে যেভাবে ওঠাপড়া করে তা শেয়ার বাজারকেও লজ্জা দেবে। অথচ এই কলকাতা শহরের উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত সমাবেশ ঘটে কিন্তু পাণ্ডাদের কোনও অত্যাচার নেই। এই মডেল সর্বত্র চালু করলে ডালার দোকানের পূজারী কিংবা দোকান মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অথচ ভক্তরাও নিরাপদে শান্ত মনে দেবীদর্শন করতে পারবে। তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করতে স্থানীয় স্তরের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে দীর্ঘদিনের সামাজিক অসুস্থতা কাটানো সম্ভব নয়।

তীর্থস্থানে ভিক্ষুকদের সমাবেশ সমাজ ও ভক্তদের কাছে কষ্টকর। প্রতিদিন কামারপুকুর জয়রামবাটি, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে এই সমস্ত বুভুক্ষ মানুষের প্রতি সেবা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। গ্রামীণ অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্রে শিশু কিশোর বয়স্ক মানুষেরা আর্থিক সাহায্যের জন্য দূরান্তের ভক্তদের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সাহায্য অনেকেই পান না এমন দাবিও তারা করে থাকেন। শহর কলকাতার রাজপথেও গৃহহীন ভিক্ষুদের সংখ্যা কম নয়। অথচ কোটি কোটি টাকার দুর্গা পুজোর আয়োজনে সরকার থেকে উদ্যোগী ক্লাব, রাজনৈতিক দল, নানা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনদাতা সকলেই মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসেন। যদিও চাঁদা আদায়ের ঊর্ধ্ব গতি স্তিমিত হয় না, বরং বেড়ে যায় থিমের আড়ম্বর। ধর্মকে কেন্দ্র করেই সামাজিক প্রভাব, দারিদ্রতা দূর করার সুযোগ আসে। উন্নয়নের অংশীদার ও সহযাত্রী হোক আর্থিকভাবে দুর্বল সহনাগরিকেরা। মায়ের পুজোয় হাসি ফুটুক সবার।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### 'উৎপত্তি প্রকরণ'

জ্ঞেয়–জ্ঞাতা–জ্ঞান এই তিন রূপ যা হতে উদিত এবং যাতে অস্তমিত হয়, তাও পরমাত্মার রূপ। পর্বতের মত জড় ও স্থাবর পদার্থ যদি চেতন হয়ে যায় এবং তার যদি মন–বুদ্ধি ইত্যাদিদ না থাকে, তবে তা ব্রহ্মের সাথে তুলনীয় হতে পারে। রাম! ব্রহ্মা–বিষ্ণু–শিব–সূর্য্যাদি দেবতাগণ প্রলীন হলে একমাত্র পরমশিব অর্থাছ পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মই বর্তমান থাকেন। জগৎ নাম–রূপ ইত্যাদি বাহ্যিকতা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম নামে পরিচিত হন।

রাম বললেন,– প্রলয়কালে এই সুস্পষ্ট জগৎ কোথায় অবস্থান করবে? বশিষ্ঠ বললেন, রাম! ব্রহ্ম জড় নন, তিনিধ একমাত্র চেতন, তাই তিনি জড়পদার্থের উৎস–কারণ হন না। সোনার অলঙ্কারে সোনা এবং অলঙ্কার দুইই আছে, তেমনই চেতনব্রহ্মে জড়জগৎও দেখা যায়। জীব অজ্ঞানময়তার কারণে চিন্ময় ব্রহ্মে চিন্ময় জগৎকে দেকতে পারেনা, সে চিন্ময়কে জড়রূপে দেখে। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন মিথ্যা স্বপ্নকে সত্য রূপে দেখে, এস জগৎও মিথ্যা হয়েও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। জগতের কেন্দ্র যে চিৎ, তা অজ্ঞানতার দরুণ গোচরে আসে না, বরং জগতের বহিরঙ্গ যে জড়, তা ই দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যবহারপায়ণ হয়েও তুমি চিন্ময়ব্রহ্মে নিবিষ্ট হও, তাহলেই স্থূল–সূক্ষ্ম, ভাব–অভাব, স্থির–অস্থির এই সকল অবস্থা তোমায় বিচলিত করবে না।

হে রাম! পরম শান্ত ও পরম পবিত্র ব্রহ্ম হতে এই অস্থির বিশ্ব উদ্ভুত হয়েছে। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নাবস্থা রূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই পরম শান্ত ব্রহ্মপদও সর্বগুণময় সৃষ্টজগৎ রূপে আর্বিভূত হয়। সুতরাং এই জগৎ চিদ্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়। যে সব দৃশ্যভাব ব্রহ্ম হতে উদ্ভুত হয় তাতে তাঁর অহংঙ্ঘন বিদ্যমান থাকে, তাই জ্ঞানে জড় সংস্কার সৃষ্ট হয় এবং সঞ্চিত থাকে। সংস্কারময় চিত্ত সেই অহংজ্ঞানের জনঞ্ঞই অনুপ্রেরিত হয়। তারপর তিনি বিশেষ ঈক্ষণ দ্বারা পরমপদ ত্যাগ করে জীবভাব গ্রহণ করেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

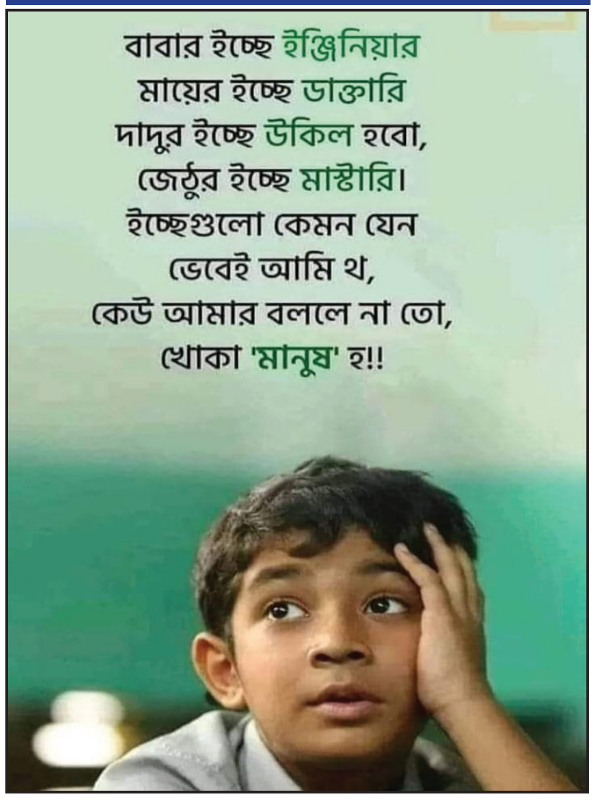


# দুর্নীতির ভাইরাসে কাবু রাজ্য প্রতিষেধক মিলবে কি?

নির্মল গোস্বামী

ডেঙ্গি মহামারি হবে কিনা হবে তা নির্ভর করবে আমাদের সচেতনতার আর সরকারি আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর। আমরা জেনেছি কিভাবে ডেঙ্গু ছড়ায়। আমরা জেনেছি একধরনের মশাবাহিত এই রোগ। ফলে মশা সম্পর্কে সচেতন থাকলে এই মারণ রোগকে আমরা এড়াতে পারি। মারণ রোগে মানুষ মরবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মৃত্যুর হার যখন বেড়ে যায় তখনই নড়ে চড়ে বসে আধিকারিকরা। আমরা করোনা মহামারী সবে কাটিয়ে উঠেছি। এমন মহামারি নাকি কিছুদিন পরপর আসে। অতীতে ম্যালেরিয়া, কলেরায়, বসন্তে কত গ্রাম শহর উজাড় হয়ে গেছে। তাই আজকের ডেঙ্গু নিয়ে আলোচনার তুফান যতই উঠুক নগরবাসীর উৎকণ্ঠা ততটা নয়। তারা ঘর পোড়া গরু কিনা! বরঞ্চ নগরবাসী যা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তা নিয়ে সরকার ততটা উদবিগ্ন নয়। এক্ষেত্রেও এটা ভাইরাসের মতো বেড়ে চলেছে এবং নিত্য নতুন ভ্যারিয়েনে বিশেষজ্ঞরাও কুল কিনারা পাচ্ছে না। সেটা হল দুর্নীতির ভাইরাস। কিভাবে কখন যে এই ভাইরাসের আক্রমণে কাবু হবে, তা কেউ অনুমান করতেই পারে না। কে যে এই জীবাণু বহন করে আমাদের মধ্যে মিসে আছে তাও বোঝার উপায় নেই। রোগ ভাইরাসের সঙ্গে এই ভাইরাসের একটা চরিত্রগত পার্থক্য আছে। তা হল এই যে এই ভাইরাস যে বহন করে তার কোনো ক্ষতি হয় না। তারা বাহক হিসাবে দিব্যি থাকে। এই বাহকদের কার্যকলাপের পরিধিতে যারা পড়ে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মশার শরীরে যে জীবাণু বাড়ছে তারা মশার কিছু করতে পারে না। কিন্তু যাকে কামড়ায় সেই মানুষ মারা যেতে পারে। সমাজে দুর্নীতি নামক ভাইরাসের দেখা যে এই প্রথম দেখা গেল তা কিন্তু নয়। অতীতেও ছিল। জ্বর–সর্দি–হাঁচি, কাশির মতো দুর্নীতিকে নিয়ে ঘর সংসার করতে মানব সমাজ অভ্যস্ত ছিল বা আছে। কিন্তু তার একটা মাত্রাও আছে। বর্তমানে মাত্রা ছাড়া হয়ে তা মহামারির মতো সংক্রমণ হয়েছে মানব সমাজে। 'কোথাও নেই কো পার।'

পূর্বে শোনা যেত গরু, বালি, কয়লা–পাথর–মাটি জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক

নেতার মদতে এই সব চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। দুর্নীতির অর্থের ভাগ নেতা বা দলের পকেটে ঢুকত নিশ্চয়ই তাই তারা এইসব অবাধে চলতে দিত। শুধু চলতে দেওয়া নয়–রাজনৈতিক মদতে সিন্ডিকেট নির্মাণ করে যৌথ উদ্যোগে দুর্নীতি কারবার চলত। ঘুস না খেলে নাকি পুলিশের চাকরি করা যায় না। ফলে পুলিশের দুর্নীতি ধর্তব্যে আনলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের গাঁ–গঞ্জে পঞ্চায়েতের বাবুরা স্বাস্থ্য সাথীর রেট, বার্ধক্যভাতার রেট বিধবা ভাতার রেট যত প্রকল্প প্রত্যেক প্রকল্পের সুযোগ নিতে হলে বেঁধে দেওয়া রেটে দিতে হবে পঞ্চায়েত বাবুদের। এছাড়া কনট্র্যাকটরদের কাছ থেকে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পার্টি কাণ্ডের নামে নেওয়াটাও কেমন যেন সয়ে গেছে।

এক পরিচিত নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন টাকা না হলে পার্টি চলবে কী করে? পার্টি চালাবার জন্য তো কালীঘাট থেকে টাকা আসে না। যুক্তি তো অকাট্য তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে ওই একই যুক্তিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কোটি কোটি টাকার চাকরি বিক্রি করেছে। কুন্তল ঘোষ থেকে কালীঘাটের কাকু, মানিক থেকে অনুব্রত সকলেই কি বাধ্য হয়েছিল পার্টির জন্য অনৈতিক পথে টাকা তুলতে? নারদার ভিডিও চিত্র দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পার্টির জন্য সকলেই ও রকম টাকা নেয় ওটা দুর্নীতির মধ্যে পড়ে না। পার্টির নামেই নেতারা সবকিছু করে। কিন্তু তবুও দেখা যায় নেতাদের দিনদিন আঙুল ফলে কলাগাছ হচ্ছে। কোটি টাকার ফ্ল্যাট লাখ লাখ টাকার গাড়ি। রিয়েল স্টেটে ব্যবসা, বাগানবাড়ি হোটেল, রিসর্ট কি নেই নেতাদের। কারো জাহাজ বাড়ি তো কারো শান্তি নিকেতন রিমুটে গেট খোলে। ফলে পার্টি নামে কামায় যারা সেই কামাই ভোগ করে যায় তার দুর্নীতিকেই সঙ্গী করে চলে। উপরতলার দুর্নীতির ভাইরাস ক্রমে ক্রমে নীচের তলার কর্মীদেরও গ্রাস করেছে। সঙ্গ দোষে ছোঁয়াচে রোগের মতোই তা ক্রমে জন সাধারণের মধ্যেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। সকলেই ঠুটো জগন্নাথ। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু এই দেখতে দেখতে সমবায় ব্যাঙ্কের কিছু কর্মীরা ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হল। তারা ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ করছে আর গ্রামের ফুচকাওয়ালারা আনাজ বিক্রেতারা পুতপুত করে জমানো টাকা খুইয়ে কপাল চাপরাচ্ছে।

আগে ফোন করে ওটিপি নম্বর চেয়ে নিয়ে একাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করত এখন তার আর প্রয়োজন নেই। জামতাড়া গ্যাং–এর মতো চোপড়া গ্যাং সৃষ্টি হয়ে গেছে। সরকারি বিভিন্ন অফিস থেকে আঙুলের ছাপের প্রতিলিপি চলে যাচ্ছে হ্যাকারদের কাছে। মুহূর্তে সাফ হয়ে যাচ্ছে আপনার আমার শেষ বয়সের সম্বলটুকু। কাকে অভিযোগ জানাবেন? কে করবে প্রতিকার? সকলেই আক্রান্ত এই নতুন লোভনীয় ভাইরাসে। গ্রামের মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী খুলে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ছোটো খাটো ব্যবসা করত। খুব অল্প সুদের টাকা সদস্যাদের পরিবারের প্রয়োজনেও লাগত। এই গোষ্ঠীর যারা মাথা তার ও সুযোগ খুঁজে দুর্নীতির হাতে খড়ি দিতে শুরু করে দিয়েছে। একাধিক অঞ্চল থেকে অভিযোগ আসছে যে ৫০–৬০ লক্ষ টাকা অন্য সদস্যদের নথি জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিচ্ছে। কোথাও খবর হচ্ছে কোথাও হচ্ছে না। তবে প্রতি পঞ্চায়েতেই এইরকম ঘটনা ঘটছে। যখন সদস্যারা জানতে পারছে তখন বাড়িঘেরাও করছে। মারধর করছে।

এ এক আজব রাজ্য। যে পারছে, লুঠে নিচ্ছে। কারণ সকলেই জেনে গেছে যে প্রশাসন বলে কিছু নেই। এই রাজ্যের জল হাওয়ার এমনই গুণ যে তদন্তকারী ইডি–সিবিআই অফিসারও ভাইরাসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তারাও 'নজরানা' অথবা পরোয়ানা পেয়ে তদন্ত তদন্ত খেলা করছে।

রাজ্যের এই যে আইন শৃঙ্খলার অভাব। এই খবরে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীকারীরাও উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। তারা দিনেদুপুরে একইদিনে দুই শহরের একই কোম্পানির সোনার দোকানে ডাকাতি করছে। কোথায় গুলি চালিয়ে মালিককে মারছে। কোথায় কর্মচারী আহত হচ্ছে। দিনদুপুরে ভরা বাজারে ডাকাতি করার সাহস তারা পাচ্ছে কোথা থেকে? নিন্দুকেরা বলছে ওই যে গ্রামের মহিলারা লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে আত্মসাৎ করছে এর পিছনেও ক্ষমতাশালীদের মদত আছে তানাহলে অত সাহস তারা পেত না। ঠিক তেমনিভাবে দিনদুপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির পিছনেও এ রাজ্যের উর্বর মাথার যোগ আছে হয় তো। কারণ বিনা কাটমানিতে এ রাজ্যে যখন কোনো কিছুই হবার নয়, তখন ভিনরাজ্যের ডাকাতরা কাটমানি না দিয়ে একারা খাবে– এ হতে পারে না। দুর্নীতির ভাইরাস যে মহামারি আকার ধারণ করেছে। কেউ পার পাবে না।

# দেড় ডজন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে কাশীরাম দাসের সিঙ্গি

দেবাশিস রায়

দেড় ডজন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে মহাকবি কাশীরাম দাসের গ্রাম।'আঠারো পাড়া গ্রাম' সিঙ্গিতে ১৮টি দুর্গাপুজো। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ সিঙ্গি গ্রামে ১৩টি বরোয়ারি এবং পারিবারিকভাবে ৫টি দুর্গাপুজোর আয়োজন ঘিরে এখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যস্ততা।পুজো সংখ্যার নিরিখে যা নিঃসন্দেহে একটা গ্রামে কার্নিভ্যালের চেহারা নিতেই পারে। অদূর ভবিষ্যতে সেই কার্নিভ্যালের আয়োজন হবে কিনা তা নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্যোক্তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে, বাসিন্দাদের অনেকেই দুর্গাপুজো কার্নিভ্যালের সুপ্ত বাসনা মনে মনে পোষণ করে চলেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট চারটি বুথ মিলে সর্বধর্মের হাজার পাঁচেক মানুষের বসবাস সিঙ্গি গ্রামকে একটা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করেছে। একাধিক স্কুল, পাঠাগার, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস, কৃষি সমবায় সমিতি, সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাট–বাজার, মন্দির, মসজিদ এসব নিয়েই সিঙ্গি গ্রাম বছরভর বেশ জমজমাট। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই গ্রামেই মহাকাব্য 'মহাভারত' বাংলায় প্রণেতা কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় যাঁর রচিত এই মহাকাব্য সর্বকালে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করায় যে গ্রাম দেশজুড়ে খ্যাতি শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে সেই সিঙ্গি গ্রামের দুর্গাপুজোও বেশ কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছে। নবাবী আমল থেকেই জমিদারদের হাত ধরে সিঙ্গি

### পুজোর বাদ্যি

গ্রামে দুর্গাপুজোর প্রচলন।একসময় সেই পুজোর উদ্যোক্তারা বর্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন পুজো রূপে পরিগনিত হয় মঠের বাড়ি তথা 'মঠের মা'য়ের পুজো। পরবর্তীকালে গ্রামে বিভিন্ন পরিবারের উদ্যোগে আরও কিছু কিছু দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। তারপরে জনবসতির চাপ যত বেড়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলাকায় দুর্গাপুজোর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। বারোয়ারি পুজোয় মণ্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা সবেতেই ঝাঁ চকচকে আধুনিকতার জমজমাট আয়োজন। তবে, এখানকার পুজোয় প্রতিমায় 'থিম' নামক কোনও চমকের ছোঁয়া থাকে না। দুর্গাপ্রতিমায় সাবেকিয়ানার ধারা রাখাতেই উদ্যোক্তারা সর্বাধিক উৎসাহী। আধুনিকতায় তাল মিলিয়ে চললেও অনেকেই একচালার প্রতিমা, ডাকের সাজে আয়োজন নিয়ে মহামায়ার আরাধনায় ব্রতী হয়। গ্রামাঞ্চলের পুজোয় দেবীপ্রতিমাকে ঘরের মেয়ের রূপে সাজিয়ে তুলতেই যেন উদ্যোক্তারা বেশি পছন্দ করেন। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী মালঞ্চা, মেইগাছি, গৌরডাঙ্গা, পাঁচপাড়া, আমূল, ঘুগুর, ওকড়সা, মূলটি, শ্রীবাটী, বাকসা, পোস্টগ্রাম, নন্দীগ্রাম, চাণ্ডুলী প্রভৃতি গ্রামের অসংখ্য দর্শনার্থী সিঙ্গি গ্রামের মণ্ডপে ভিড় জমান। সবমিলিয়ে, শারদোৎসবকে ঘিরে এই ক'দিন সিঙ্গি গ্রাম কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়।তবে, এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায় পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে এই মুহূর্তে চিন্তার ভাঁজ। চলতি মাসের শুরুতেও প্রকৃতিকে বিরূপ দেখে উৎসবমুখর বাসিন্দাদেরও বিষন্ন বদন।যদিও পুজোর সময় পরিবেশ অনুকূল থাকবে বলে সকলেই অত্যন্ত আশাবাদী।সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ বৈশাখী ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের মঠের মায়ের পুজো সাড়ে চারশো বছরের পুরনো।আমাদের গ্রামে বারো মাসে তেরো পার্বণ।তবে, গ্রামে এতগুলো দুর্গাপুজোর আয়োজন ঘিরে আনন্দটাই আলাদা।এজন্য গ্রামের সকলেই সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

# পুজোয় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চন্দননগর গোপালবাগ

মলয় সুর

চন্দননগরে দুর্গাপুজো। ওখানে পুজো তো আরও একমাস বাদে। না এমনটা ভাবা একেবারেই ঠিক নয়। বাংলার দুর্গোৎসবের জগদ্ধাত্রীর শহরও কম যায় না। আর পাঁচটা মফস্বল শহরের মতো দেবী দুর্গা এখানেও আসেন সাড়ম্বরে। ফরাসি শহর চন্দননগরে গোপালবাগ বারোয়ারি পুজোর বয়স ২৩ বছরে পদার্পণ করল। চন্দননগর শহরের অন্যতম এই পুজোর আকর্ষণ এখানকার প্রতিমা। মায়ের রুদ্রাণী মূর্তি দেখতে শহরতলির দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। নতুন ধরনের থিমের মণ্ডপ বা চোখ ধাঁধানো আলোর কেরামতি নেই এখানে। কিন্তু এই পুজোর বিশেষত্ব অন্য জায়গায় আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ও সিঁদুর খেলার মতো নিয়ম নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে চারদিন পুজো হয়। ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার উচ্চ মধ্যবিত্ত বাসিন্দারা। সংগঠনের সক্রিয়ভাবে একাধিক দায়িত্ব সামলান সম্পাদক স্বপন পাল, সহসভাপতি

অভিজিৎ ধর, কোষাধ্যক্ষ রজত বোস, প্রেসিডেন্ট কুমার কৃষ্ণ দে, তরুণ পাল। পুজোয় অষ্টমী ও নবমীতে পাড়ার বাসিন্দারা একসঙ্গে বসিয়ে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়।

## দেশ দেশান্তরে

# বিশ্বভারতী বিদেশি পড়ুয়া অপহরণে নয়া মোড়

অভীক মিত্র

শান্তিনিকেতন ইন্দিরাপল্লি ভাড়াবাড়ি থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশি পড়ুয়াকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অপহৃত ছাত্রের নাম পান্না চা, মায়ানমারের বাসিন্দা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সংস্কৃতে পিএইচডি করছে। ২১ সেপ্টেম্বর দুপুর দুটো নাগাদ সাত থেকে আটজন দুষ্কৃতী গাড়ি নিয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে জোরপূর্বক ছাত্রটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। থানায় মেল করে অভিযোগ দায়ের করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনার তদন্তে নেমে বারোজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২৩ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, অবৈধ ব্যাবসা সংক্রান্ত লেনদেন কারনে অপহরণ করা হয়েছে। যে ছাত্রটি যুক্ত ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । ওড়িশা তালসারি বিচ থেকে অপহৃত পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়। দুবরাজপুরের তিনজন, নানুরের একজন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর, চণ্ডীপুর ও নন্দকুমার থানার আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । দুটো গাড়ি, অপহৃত ছাত্রের ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এই মামলার ক্ষেত্রে সিসিটিভি

অনেক সাহায্য করেছে। ধৃতদের মধ্যে আজারুদ্দিন মিধা, শেখ আলাউদ্দিন ও আতাউল্লা শেখকে ২৩ সেপ্টেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। বাকি নয়জনকে ২৪ সেপ্টেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। আদালতে যাওয়ার পথে এক অভিযুক্ত বলেন, ৬১ লাখ টাকা নিয়েছিল। তারমধ্যে ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেয় নি । টাকা পাবো বলে স্ব–ইচ্ছায় গিয়েছিল। আসামী পক্ষের আইনজীবী বিপদতারন ভট্টাচার্য বলেন, যাদের আসামী করা হয়েছে তারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় । অপহৃত ছাত্রের এখনো পর্যন্ত স্টেটমেন্ট নেওয়া হয় নি। ধৃতদের আবার আগামী ৭ অক্টোবর আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে।

## পাঠকের কলমে

### ঝুঁকির পারাপার

থলিয়া ও রসপুর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক, মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর নদ পরস্পরকে আলাদা করেছে। প্রথমটি হাওড়া জেলার আমতা – ২ নম্বর ব্লকের জয়পুর থানার এবং অপরটি আমতা –১ ব্লকের আমতা থানার অন্তর্গত। নিত্যদিনের যাতায়াত গ্রাম দুটির মধ্যে। জীবন–জীবিকার ক্ষেত্রে রসপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাগুলির বহুসংখ্যক মানুষ থলিয়া বাজারের উপর নির্ভরশীল। আবার থলিয়া ও আশেপাশের গ্রামের বহুসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও রোগীদের নিয়মিত যেতে হয় রসপুর গ্রামের চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একটি ব্যাঙ্ক ও একটি হাসপাতালে। উভয় গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম দামোদর নদ পারাপার – নৌকা অথবা বাঁশের সাঁকো দিয়ে। দুটোই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। বছরের বেশিরভাগ সময়ই নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। বর্ষাকালে দামোদর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সেই সময় নৌকায় যাতায়াত করা খুবই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। প্রায়ই নানা দুর্ঘটনা ঘটে। অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের রসপুর গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠাতে সাহস পান না। ব্যাঘাত ঘটে তাদের পড়াশোনায়। জরুরি কাজেও ব্যাঙ্কে যেতে পারেন না অনেক গ্রাহকই। তাই নিত্যযাত্রীদের দাবি, দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে পাকা সেতু তৈরি হোক। বাঁচবে বহুসংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকা।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা,হাওড়া

### শাখা লাইনে ট্রেন স্বাভাবিক হোক

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ৫ টাকায় ট্রেন যাত্রা! এক দৃষ্টান্ত বটে। ট্রেনের টিকিটের মূল্য এত কম হওয়ায় নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সকলেরই একমাত্র ভরসার মাধ্যম ট্রেন বা রেলগাড়ি। খুব কম সময়ে বহুদূর পৌঁছে যাওয়া যায় খুব স্বল্প মূল্যে। তবে বর্তমানে সময়ের আর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই দক্ষিণ–পূর্ব রেল শাখার। লোকাল, এক্সপ্রেস বা সুপারফাস্ট দূরপাল্লার যেকোনো ট্রেনই প্রতিদিন প্রায় ১ঘণ্টা বা তারও অধিক সময় দেরিতে চলছে। অনেক সময় আবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল বলেও শোনা যায়। কখনো আবার পুনঃনির্ধারণ করা হয় সময়সূচির। সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া পৌঁছতেই সময় লেগে যাচ্ছে এক ঘণ্টারও বেশি। প্রতিদিন এতটা সময়ের হেরফের হওয়ার কারণে ভুগতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে দূরপাল্লার যাত্রীদের। ফলস্বরূপ গন্তব্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না সময় মতো। চাকুরীজীবী, কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে লক্ষাধিক মানুষকে এই হয়রানীর মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে দক্ষিণ–পূর্ব রেল বিভাগ। শুধু দিনের বেলায় নয় রাতের বেলাও এই একই ভোগান্তি অব্যাহত। ফলে বাড়ি ফেরারও নেই কোনো নির্দিষ্ট সময়। এভাবে এত দেরি করা হলে বহু মানুষের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে সময়মতো না পৌঁছনোর কারণে। এই চরম হয়রানীর শিকার হয়ে বিক্ষোভ, অভিযোগ দেখানো হলে সর্বোপরি সমাজ মাধ্যমেও এই শাখার কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তারা কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। খবরে এই বিক্ষোভের কথা দেখানো হলেও তার কোনো সুরাহা মিলছে না। কতদিন আর চলবে এভাবে? কেন সাধারণ মানুষকে এত ভোগান্তির সহ্য করতে হবে? অবিলম্বে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দক্ষিণ–পূর্ব শাখার বিবেচনা করা উচিত। মানুষকে যেন এই রেল পরিষেবার বিকল্প খুঁজতে না হয়।

সঙ্গীতা কর্মকার
শ্রীরামপুর, হুগলি

**সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।**

এপাড়ে পূর্ব বর্ধমান এবং ওপাড়ে নদিয়া জেলা। মাঝে বহমান প্রমত্তা ভাগীরথী নদী। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে ভাগীরথীতে ব্যাপক হারে জলস্ফীতি ঘটতে থাকায় সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। শুক্রবার দুপুরে কাটোয়ায় তোলা চিত্র।

# সাগরে মৎস্য ও মৎস্য সামগ্রী বিতরণ

**বিল্ব রায় :** গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাগর রুদ্রনগরের কৃষক বাজার থেকে মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ করা হয় প্রায় ১৫০ জন বেনিফিশিয়ারিকে। রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ সাথে খাবার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, ডিরেক্টর অফ ফিসারি তিমির বরণ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কাকদ্বীপ শাখা কার্যালয়ের সভাপতি শীর্ষেন্দু বাবু, এবং সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ

মহাশয়, সাগর মৎস্য আধিকারিক হরিদাস ধারা।

# ঘোড়ামারায় জল সংরক্ষণের সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জল সংরক্ষণ ও জলের অপচয় রোধে সাগরের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত হলো এক বিশেষ গ্রাম সভা। সারা বিশ্বের কাছে এই মুহূর্তে অন্যতম বড় সমস্যা হলো পানীয় জলের সঙ্কট। রাষ্ট্র সঙেঘর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষকে পানীয় জলের অভাবে ভুগতে হবে। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের অধীন ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে এলো পানীয় জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার কাজে। মূলত ওই বিষয় নিয়েই ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঘোড়ামারা গ্রাম নিবাসীদের নিয়ে এই সচেতনতামূলক আলোচনা সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘোড়ামারা জি.পি প্রধান সম্বিয়া খাতুন ও উপপ্রধান সঞ্জীব সাগর ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যাক্তি বর্গ।

# বিবেক নিকেতনে তরুণ ভূষণ গুহর প্রয়ান দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সামালির বিবেক

নিকেতনের প্রার্থনা মন্দিরে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর ১৩তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপিত হল। তরুণ ভূষণ গুহর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, বাসবী চ্যাটার্জী সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ, সুবীর নন্দী, তপন চ্যাটার্জী ও আশ্রমের ছাত্র, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। সকলেই কৃতজ্ঞ চিত্তে তরুণবাবুকে শ্রদ্ধা জানান এবং অনুভব করেন যে পার্থিব জগতে তিনি না থাকলেও সব কাজেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁর স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহর দৃঢ় বিশ্বাস নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং আলিপুর বার্তা অদৃশ্য শক্তি বা প্রেরণায় আরো দীর্ঘ দিন ধরে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকবে।

# জেলা বিদ্যালয়ের জোড়া সাফল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর কলিকাতার সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালক ও অনূর্ধ্ব ১৭বছর বালিকা বিভাগে রাজ্য পর্যায়ে জহরলাল

নেহেরু কাপ হকি প্রতিযোগিতায় দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার জোড়া সাফল্যতে স্বভাবতই আনন্দের সাড়া পড়েছে। দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলা থেকে বালকদের বিভাগে বারুইপুর হাই স্কুল এবং বালিকাদের বিভাগে মল্লিকপুর গার্লস হাই স্কুল যোগদান করেছিল। রাজ্যের মধ্যে মোট ২৪ টি দল অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিযোগিতায়। একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে বারুইপুর হাই স্কুল ফাইনাল খেলায় নদিয়ার ডন বস্কো হাই স্কুলকে ২–১ গোলে পরাজিত করে এবং চাম্পিয়ান এর শিরোপা অর্জন করে। বারুইপুর হাইস্কুলের পক্ষে দীপ সরদার সর্বোচ্চ গোলদাতা ও পবিত্র সরদার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

অন্যদিকে মল্লিকপুর গার্লস হাই স্কুল বাঁকুড়ার ম্যাসেঞ্জার আদিবাসী হাইস্কুলকে সাত এক গোলে পরাজিত করে চাম্পিয়ান হয়।মল্লিকপুর গার্লস হাইস্কুলের পক্ষে আসমা খাতুন ও আসিনা খাতুন যথাক্রমে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুটি স্কুল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল পর্যায়ে নেহেরু হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। শুভেন্দু ঘোষ সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সদস্য এর পক্ষ থেকে সকল খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী শিক্ষক শিক্ষিকাদের জাতীয় স্তরে অংশ গ্রহণের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইলো। এবং তিনি আরো জানান বেশ কয়েক বছর ধরে এই দুটো স্কুল জহরলাল নেহেরু জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে আসছে।

# সাগরে স্বচ্ছতা সেবা কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলেপমেন্ট অথোরিটির উদ্যোগে পালিত হলো স্বচ্ছতা সেবা কর্মসূচি। ভারতের অন্যতম তীর্থ স্থান গঙ্গাসাগর বাবা কপিলমুনির আশ্রম চত্বর

ও আশ্রম সংলগ্ন তট ভূমিকে স্বচ্ছ রাখার জন্য এই কর্মসূচি। মূলত গঙ্গাসাগর তথা বাংলাকে নির্মল ও দূষণ মুক্ত রাখার জন্য এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন GBDA চেয়ারম্যান সীমন্ত মালী, GBDA চিফ চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র, সাগর বি ডি ও সুদীপ্ত মণ্ডল, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমাজসেবী ব্যাক্তিবর্গ।

# ছত্রভঙ্গ কলকাতার রাস্তাও

প্রথম পাতার পর

সড়ক দফতরের মেয়র পারিষদ আরও জানান, ২০ সেপ্টেম্বর দেবীর বোধনের আগে রাস্তার চেহারা খানাখন্দ গাড্ডা মুক্ত করতে প্রয়োজনে সারা রাত কাজ করবে সড়ক দফতরের কর্মীরা। লালবাজার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে যে তালিকা পাঠিয়েছে তাতে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার রোডের খিদিরপুর সেন্ট থমাস স্কুল থেকে মাঝেরহাট ব্রিজ, দক্ষিণ কলকাতার সার্দান অ্যাভিনিউ ও গড়িয়াহাট ক্রসিং, ক্যামাক স্ট্রিট, তিলজলা রোড, বিজন সেতু, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কলেজ স্ট্রিট, উল্টোডাঙা ক্রসিংয়ের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। দুর্গোৎসবের আগে রাস্তায় খানাখন্দের জন্য বৃষ্টির ধরণকে এবং 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যাল'কে (এনজিটি) দায়ী করেছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, এনজিটির নির্দেশে কলকাতা পৌর এলাকায় ম্যাস্টিক প্রথা বন্ধ রাখা হয়েছে। আর তার ফলেই কলকাতার সড়কপথ এতো দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। মহানাগরিকের কথায়, এমন তিরের বেগে বৃষ্টি হচ্ছে যে পিচ উঠে আসছে। 'ন্যাশনাল গ্রিণ ট্রাইবুন্যালের একটা রায়ের জন্যে কলকাতা পৌরসংস্থার হাত–পা বাঁধা। নয়তো এতো তাড়াতাড়ি রাস্তার হাল এতোটা খারাপ হতো না। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর সুব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক থাকাকালীন(২০০০ – '০১) কলকাতার সমস্ত রাস্তায় ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট করা শুরু হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে রাস্তা এতো শক্তপোক্ত হয় যে রাস্তায় জল না জমে থাকলে অন্ততপক্ষে ৫ বছর রাস্তার সমস্যা মিটে গিয়েছিল। কিন্তু 'ন্যাশনাল ট্রাইবুন্যাল ওই রাস্তায় আগুন জ্বেলে ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট করা পরিবেশ দূষণের কারণে বাতিল করে দিয়েছে।

তবে মহানাগরিক জানান, সম্প্রতি রাজ্যের পূর্ত দফতর বিদেশ থেকে একটা মেকানিকাল ম্যাস্টিক এনেছে। কিন্তু তার খরচপাতি অনেক বেশি। পুরনো ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট করতে প্রতি বর্গফুটে ব্যয় হয় ৯৮০ টাকা। কিন্তু নয়া মেকানিক্যাল ম্যাস্টিক করতে প্রতি বর্গফুটে ব্যয় হয় ১,৩০০ টাকার অধিক। আবার নয়া মেকানিক্যাল ম্যাস্টিক একমাত্র বড়ো রাস্তাতেই কাজ করতে পারে। ছোটো রাস্তায় নয়। তবে মহানাগরিক জানান, শারদোৎসবের আগে পুরনো কালের ওই পিচ দিয়েই কলকাতা ওই ৪১টি রাস্তা সারাই করা হবে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে সেই পিচ ভেঙে পাথরের টুকরো গুড়োগুড়ো হয়ে উঠে যাচ্ছে। আর শারদোৎসবের পর নভেম্বর – ডিসেম্বর থেকে ধাপাতে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক দিয়ে নতুন করে রাস্তা তৈরি করা হবে। একটু ভালো মানের প্লাস্টিক কুড়োনিদের কাছ থেকে ৫০ টাকা দরে কিনে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে বেহালা পশ্চিমের ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বক্সিবাগানে ২০০ মিটারের প্লাস্টিক রাস্তা কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক দফতর ডিজি তৈরি করেছেন। আর সে রাস্তা এতোটাই মজবুত হয়েছে যে, এতো বৃষ্টিতে সে রাস্তার কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

# কন্ঠ এবার মহালয়ায়?

প্রথম পাতার পর

গন্ধে মুখরিত রেডিও সেন্টার থেকে সরাসরি শুনছি আমরা গীতি আলেখ্যটি। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে এবছর সংগ্রহ থেকে ১৯৬৬ সালের কণ্ঠ শুনতে পাবো আমরা। যেই সংকলনটি আমরা বহুল প্রচলিত ভাবেই শুনে থাকি সেটিও ১৯৬৬ সালেই রেকর্ড করা হয়। তবে তা মহালয়ার দিন হয়নি পরে রেকর্ড করা হয়েছে। এবছর যে রেকর্ডটি বাজবে সেটি ১৯৬৬ সালের মহালয়ার দিনের স্যাডো রেকর্ড। অনেক জায়গাতেই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে শ্রোতারা।

এই বছরের রেডিওতে ভোর চারটের সময় আকাশবাণীর সম্প্রচারিত মহিষাসুরমর্দিনী শুনে প্রচলিত মূল রেকর্ডিং এর সাথে মিলিয়ে দেখুন কোথায় কোথায় কি বদল রয়েছে অবশ্যই পাঠকের কলমে লিখে পাঠান।

# বাঁধে ব্যাপক ভাঙন

প্রথম পাতার পর

ভগ্ন দশা কাঠের সেতুটি এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের কাছে। সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে প্রায় সময় ঘটছে দুর্ঘটনা। দুটি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতাযাতের একমাত্র পথ এই সাঁকো। আর এই সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গেছে অনেকের। বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে সমস্যা কথা জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। ভোট যায় ভোট আসে, প্রতিশ্রুতির চিত্র একই থাকে। তাই এই সাঁকো দিয়েই পারাপার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের। তারা চান দ্রুত পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়া হোক। তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন থেকে বিষয়টি দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

# বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ম্লান শারদোৎসব

প্রথম পাতার পর

উৎসবের আনন্দেও তাই ভাঁটা পড়েছে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন–জীবিকাতে। এ বছর পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব শারদোৎসবের আগে রাজ্যের প্রায় আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক এবং চল্লিশ লক্ষ পাটচাষিদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এসময় শ্রমিকরা বোনাস পায়। এসময় খাদ্যশষ্যের প্যাকেজিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চটের বস্তার অর্ডারের বরাত কমিয়ে দেবার জন্য শ্রমিকদের আয় এই গুরুত্বপূর্ণ সময় প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। তাই বোনাসও কমবে। ফলে উৎসবের দিনগুলি শ্রমিকদের কাছে হতাশাই বয়ে আনছে। একারণে চটকল শ্রমিক এবং পাট চাষিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি।

সিপিআই(এম)–এর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য নেপাল দেব ভট্টাচার্য বলেন, 'শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। মাঝে মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ করে জুট মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর শিল্পাঞ্চলের মেরুদণ্ডই হল জুট মিল। প্রায় ২৫টি জুটমিল এই জেলাতে আছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পাট জাত বস্তার বরাত কমিয়ে দেওয়ায় উৎপাদনও কমে যাবে। ফলে এটা সমগ্র জুট ইণ্ডাস্ট্রির উপর প্রভাব পড়বে। আমাদের বারাকপুর তো শিল্পাঞ্চল। এর প্রভাব যেমন শিল্পাঞ্চলে পড়বে, তেমনই অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়বে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবারের দুর্গোৎসব বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কাছে অনেকটা দুর্বিসহ।' বিজেপির বারাকপুর শিল্পাঞ্চল সাংগঠনিক জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট মানস দে বলেন, 'বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের পরিস্থিতি ভাল না। ২৫টি জুট মিলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি খোলা আছে। তাও কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে খোলা আছে, আর বাকি সবই বন্ধ। আজকে এই শ্রমিকদের কথা কেউই ভাবে না। আমরা যেহেতু রাজ্যে ক্ষমতায় নেই, ফলে চাপ দিয়ে মালিকদের কোম্পানি খোলানো সম্ভব নয়। শাসকদল যে আন্দোলন করছে তা লোক দেখানো। আসলে শ্রমিকদের চোখের জল মোছাবার মতো কেউ নেই। আমরা শ্রমিকদের সহমর্মী হতে পারি, সহমত হতে পারি, তাদের হয়ে আন্দোলন করতে পারি। কিন্তু আমাদের হাতে তো প্রশাসন নেই যে মালিকদের বসিয়ে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে খোলার ব্যবস্থা করব। আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৮ অক্টোবর বারাকপুরে আসছেন। এখানে শ্রমিকদের ও শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে সভা করবেন। একই সঙ্গে তিনি এই সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশ করবেন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে।'

# হোঁচটেই ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

বজবজের বিখ্যাত পুজোগুলো অবস্থান করছে ডি এন ঘোষ রোডে, হালদার পাড়ায়, নন্দনপুর, চড়িয়াল চিল্ড্রেন্স পার্কে, পূজালি গৌরাঙ্গ তলায়, ছোটো বটতলায়। কিন্তু পুজোর আগে রাস্তার হাল না ফিরলে দশনার্থীরা সমস্যায় পড়বেন। বজবজ কেন্দ্রীয় দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, আমরা পুজো উদ্যোক্তারা প্রশাসনের সমন্বয় কমিটির সভায় বজবজ পুর সভার চেয়ারম্যানের কাছে বলেছি রাস্তাঘাট ঠিক করে দেবার জন্য। উনি আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, মূল রাস্তা মহালয়ার আগেই পূর্ত দপ্তর ঠিক করে দেবে। অন্যান্য রাস্তায় প্যাচ ওয়ার্ক হবে। মহেশতলার বড় পুজোগুলো অবস্থান করছে বাটা নিউজিল্যান্ডে, পশ্চিম জগতলায়, নুঙ্গীতে। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন পুজোর আগে বেহাল রাস্তা ঠিক করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। সাত গাছিয়া এলাকার বড় পুজোগুলো বাখরাহাট, রামচন্দ্রনগর, আমতলা, নোদাখালীতে অবস্থিত। বাওয়ালী থেকে নোদাখালী নতুন রাস্তার মোড়ের বেহাল অবস্থা। বিবির হাট থেকে আমতলা পর্যন্ত নিবারণ দত্ত রোডেরও বেহাল অবস্থায় জেরবার মানুষজন। ৭৫ নম্বর রোডে প্যাচ ওয়ার্ক শুরু হয়েছে। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর জানালেন, পূজোর আগে মূল রাস্তার সংস্কার হয়ে যাবে।

# স্বচ্ছতা দিবস উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোমবার গান্ধীজির জন্মজয়ন্তী ও স্বচ্ছতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।যার বিষয় ছিল 'নির্মল পরিবেশ – জঞ্জাল মুক্ত দেশ'। এদিন এই প্রতিযোগিতায় এলাকার বিভিন্ন স্কুলের প্রায় দেড়শো ছাত্র অংশ নেন। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তাদের চিন্তা ভাবনা রং তুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। ছাত্র দেরকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়, পঞ্চম শ্রেণী, ষষ্ঠ শ্রেণী এবং সপ্তম – নবম শ্রেণী। প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

আর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ চন্দন

নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ। ছাত্ররা কি ধরনের ছবি আঁকবে তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ দীপক কুমার রায়। এরপর সকল ছাত্রদেরকে আঁকার কাগজ, পেন্সিল, রং প্রদান করে প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ছাত্ররা কুমার মণ্ডল বলেন ছাত্ররা তাদের বিকশিত মন থেকে স্বচ্ছ ভারতের যে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা রং –তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে, তা অনবদ্য। আগামী দিনে ছাত্রদের নিয়ে আরো অনেক ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে যাতে করে কৃষি এবং পরিবেশ সুস্থ ও সম্পদশালী রাখার মূল উপায় গুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

# গুরুকুল বিদ্যাপীঠের জ্যোতিষ সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার গুরুকুল অষ্টোস্পিরিচুয়াল সোসাইটি জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে যাদবপুরে বিজয়গড় নিরঞ্জন সদন ভবনে ১৫তম বার্ষিক জ্যোতিষ সম্মেলন এবং কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হল। এই সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ সরকার। এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন সভাপতি সুনীলরঞ্জন মৈত্র, রঞ্জন ব্রহ্মচারী, প্রত্যুষকুমার ঘোষ, ডঃ রুপেশ চক্রবর্তী, প্রফেসর বেলা ভট্টাচার্য, জয়ন্ত বসু, শ্যামচরণ চ্যাটার্জী, অচিন্ত্য রতন দেবতীর্থ সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেককে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, শংসাপত্র ও ব্যাজ পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এদিন মঞ্চে জ্যোতিষী রবীন্দ্রকুমার মল্লিক (শ্রীমনু) ও প্রফেসর আশুতোষ সরকারের ছবি এঁকে শিল্পী রানু হালদার তাদের পুরস্কৃত করেন। সম্মেলনে প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এবছর গুরুকুল জোতিষ বিদ্যাপীঠের ২৫ জন ছাত্রকে সম্মানিত করা হয়।

# শতবর্ষ প্রাচীন দুর্গাপুজো চন্দননগর ভট্টাচার্য বাড়িতে

**মলয় সুর, হুগলি :** দুর্গাপুজো মানেই আম বাঙালির কাছে উৎসবে মেতে ওঠা। আর বাড়ির পুজো মানেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখে মায়ের আরাধনা। এরমধ্যে কোনো কোনো বাড়ির পুজোয় শতাধিক বছরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। চন্দননগর জ্যোতি সিনেমা হলের পিছনে যুগীপাড়া এলাকায় এসি চ্যাটার্জী লেন–এ প্রাচীনতম পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো। শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয় অভিনবত্ব আছে এই পুজোর প্রতিমাতেও। অম্বিকাচরণ চ্যাটার্জী লেনের ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো এবার ১১০ বছরে পদাপর্ণ করল। একচালার প্রতিমা। এই দুর্গাপুজোয় রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। বাড়ির সর্বময় কর্তা স্বর্গীয় নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলা ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে, (ইংরাজি ১৯৩৩ সালে) প্রথম মাটির ঠাকুর দালানে নিজ হাতে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে পুজো শুরু করেন। তিনি সেইসময় স্থানীয় কাশেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আবার যজমান ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে প্রয়াত হন। এই পুজোয় প্রতিমা হয় সাবেকিয়ানা ৬ ফুট উচ্চতা একচালার। সেই বাবার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী প্রতিমা নিজেরাই তৈরি করে পুজো করেন। চন্দ্রকান্ত ও শশাঙ্ক। চারিদিকে থিমের ছড়াছড়ির মধ্যেও এই পুজো স্বমহিমায় টিকে আছে নিজের ঐতিহ্য নিয়ে। পরিবারের ছোট ছেলে শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, এ পুজোটা ষষ্টাধি কলারম্ভপুজো। বৈদিকমতে কালিকাপুরাণ রীতি অনুযায়ী পুজো হয়। এখানে দেবীর বাহন সিংহের রঙ সাদা এবং অসুরের গায়ের রঙ গাঢ় সবুজ হয়। প্রতিমার প্রাচীন ধাঁচে তৈরি টানাটানা চোখ। আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। প্রতিবারই সোজা রথের দিন

কাঠামো পুজো করা হয়। তারপর বিগ্রহে মাটি দেওয়া শুরু হয়। প্রতিমার রঙ শিউলি ফুলের বোঁটার মতন নয়। এছাড়া লক্ষ্মীর রঙ হলদে, সরস্বতী সাদা। এক সময় পুজোর দিনগুলিতে ছাগবলি হত। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকবছর আগে নতুনভাবে মোজাইক করে ঠাকুর দালান তৈরি হয়। এক যুবক পার্থ দাস নতুন চাকরি পেয়ে খরচ করে ঠাকুর দালান তৈরি করে দেন। আসলে জাগ্রত মায়ের কাছে কেউ কোনো মনস্কামনা করলে তা পূরণ হয় বলেই বিশ্বাস সকলের। কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় না। যুগ যুগ ধরে দেবী পূজিত হয়ে আসছেন এক কাঠামোয়। তখন এত পুজো ছিল না। এই এলাকায় দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এই বাড়িতে পুজো দেখতে আসত। এই পরিবারের পুরোহিত শশাঙ্ক পুজোর দায়িত্বে থাকেন। মহালয়ার পর চক্ষুদান করা হয়। অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোয় কুমারী পুজো হয়। তখন গ্যাসবাতি ঠাকুরদালানে জ্বলতো। মহানবমীতে খিচুড়ি ভোগ, বিতরণ করা হয়। আজও ঐতিহ্য আর সাত্ত্বিক আচারেই পালিত হয় ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো। দশমীর দিন সন্ধ্যায় মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এরপর গোন্দলপাড়া কাছারি ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। আবার আগামী বছর মাকে বরণ করার প্রতীক্ষায় থাকে পরিবারের সকলে।

# মহানগরে

## অনলাইনে বিল্ডিং প্ল্যান বন্ধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌর এলাকায় অনলাইনের বদলে ফের পুরনো পদ্ধতিতেই বিল্ডিং প্ল্যান জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে থাকায় কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ আবার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাচ্ছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সূত্রে আরও খবর ২৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে একাধিক মেয়র পারিষদ অভিযোগ করেন, অনলাইন পদ্ধতিতে বিল্ডিং প্ল্যান জমা হওয়ায় অনেক রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বাড়ছে। সেই সমস্যা মেটাতে আপাতত অনলাইন তাসত্ত্বেও কেন আবার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হচ্ছে? মেয়র পারিষদের বৈঠকে কলকাতায় বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়েও তুমুল কথা–কাটাকাটি হয়। বৈঠকের শুরুতেই আবাসন দফতরের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তিনি কিছু দিন আগে যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, ঠিক সে সময়েই তাঁর ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে কেন বাড়ি ভাঙা হলো? কলকাতার কোন অঞ্চলে কত বেআইনি বাড়ি ভাঙা হয়েছে, বিল্ডিং দফতরের আধিকারিকদের থেকে তিনি তার তালিকা চান। এতে আরও কয়েকজন মেয়র পারিষদ তাঁর সঙ্গে গলা মেলান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এক সিদ্ধান্ত হয়, বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়ে

বিল্ডিং প্ল্যান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মেয়র পারিষদ বৈঠকে। এখন থেকে আগের মতো এল বি এস'রা হাতেকলমে বিল্ডিং প্ল্যান জমা দিতে পারবেন। পৌর বিল্ডিং দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা প্রশ্ন তোলেন, কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে অনলাইন সিস্টেম বানানো হয়েছিল। পৌরসংস্থাকে পেপারললেস করার জন্য পৌর মহাধ্যক্ষ সার্কুলার জারি করেন। মেয়র পারিষদরা বসে একটা অভিন্ন নীতি তৈরি করবেন। সেটাই মেনে চলবেন পৌর বিল্ডিং দফতরের আধিকারিকরা। তবে মহানাগরিক একই সঙ্গে জানিয়ে দেন, বেআইনি বাড়ি ভাঙার প্রশ্নে পিছু হটা যাবে না। তাঁর নিজের বিধানসভা এলাকা কলকাতা পোর্ট এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি বেআইনি বাড়ি ভাঙা হয়েছে।

## শিক্ষা প্রসঙ্গে কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত শনিবারে কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে নেটওয়ার্কিং এভরি ক্যারিয়ার কাউন্টিং এর পক্ষ থেকে এক এডুকেটর নিড আয়োজিত হয়। হায়দ্রাবাদে এডুকেটেড মহিন্দ্রা ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদ এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্যানেল ডিসকাশন করেন। যেসব মা–বাবারা তাদের সন্তানদের কোন ইউনিভার্সিটিতে এবং কোন লাইনে, কিভাবে বাচ্চাদেরকে অ্যাডমিট করাবে, কি নিয়ে ওরা

আর এসআরএম ইউনিভার্সিটি এই আয়োজনে যুক্ত ছিল। মহিন্দ্রা ইউনিভার্সিটির ডিন এবং প্রফেসর মিস্টার শাশীধার নাঞ্জুনদাহিয়া এই ওয়ার্কশপের এডুকেশনের ওপর তিনি তার বক্তব্য রাখেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং লিটারেট হেড শ্রাবণী বাসু , টেকনোলজি ইন এডুকেশন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ক্যারিয়ার বানাবে, কি ভাবে তারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হবে, তাদের জন্য এই প্যানেল ডিসকাশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হতে পারে । পশ্চিমবঙ্গ থেকে একশোর বেশি কাউন্সিলর এবং বড় বড় স্কুলের প্রিন্সিপাল এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের নিজেদের মূল্যবান বক্তব্য সকলের সামনে তুলে ধরেন।

# ওয়ার্ডে ১০০ দিনের কর্মী বদল নাপসন্দ মেয়রের

**বরুণ মণ্ডল**

কলকাতা পৌরসংস্থার নতুন পৌরপ্রতিনিধিরা ওয়ার্ডের পুরনো ১০০ দিনের কর্মীদের পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। এটার বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের জোরালো আপত্তি আছে।

১০০ দিনের কর্মীদের এখন বদল প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির ৩ – ৪ মাস সময় লাগছে। আসনটি দীর্ঘদিন শূন্য থেকে যাচ্ছে। যা কাজের নিরিখে অনেকটা সময়ের ফলে পৌরসংস্থার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম থাকায় যারা কাজ করছে, তাদের ওপর কাজের চাপ বাড়ছে। অনেক কর্মী মারা গেছেন বা অন্যত্র চলে গেছেন। ফলে ওই শূন্য স্থানে দ্রুততার সঙ্গে দেখে অন্তত এক মাসের মধ্যে ওই স্থানে নতুন কর্মীদের নিয়োগ করা দরকার। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এ বিষয়ে মহানাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে অন্তত ২ মাসের মধ্যে হলে যাঁরা কাজ করতে চাইছেন। তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ পেলে আমরা উপকৃত হবো। মহানাগরিক যদি এই পদ্ধতির সরলীকরণ করেন সেক্ষেত্রে কাজে আগ্রহী কর্মী এবং পৌরসংস্থার কাজ দুটোই দ্রুততা পাবে। এই পদ্ধতির সরলীকরণের প্রস্তাব রাখছি। বিষয়টি বিবেচনার জন্য রাখলাম।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই প্রস্তাবের বিষয়ে বলেন, ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় যা বলছেন, আমার মনে হয় না ঠিক বলছেন। কারণ, বরো থেকে ডিপার্টমেন্টাল চেঞ্জের জন্য কিছু লাগে না। আপনি পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার থেকে কঞ্জারভেন্সি ডিপার্টমেন্টে যদি লোক নেন তবে কোনও সমস্যা নেই। আপনার ওয়ার্ডে কর্মী সংখ্যা এক রাখলেই হবে। আসলে আমাদের বাজেট গ্রান্টটা ফিক্সড রয়েছে। আর বাজেট গ্রান্টটা ফিক্সড বলে

আমরা সংখ্যা বাড়াতে পারবো না। কিন্তু একই সংখ্যার মধ্যে আমরা এই দফতর থেকে অন্য দফতরে পরিবর্তনটা নিজেদের মধ্যে করে নিতে পারি। এটা সার্কুলার দিয়ে বলা আছে। এটা বরোতে প্রস্তাব করলেই হবে।

মহানাগরিক আরও বলেন, কিন্তু নতুন পৌরপ্রতিনিধিরা ওয়ার্ডের পুরনো ১০০ দিনের কর্মীদের পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। এটার বিষয়ে আমার জোরালো আপত্তি আছে। ওয়ার্ডের যে গরিব মানুষ সে গরিব মানুষই। এখানে আমরা নতুন এলাম আর পুরনো ১০০ দিনের কর্মীদের তাড়িয়ে দিলাম। এটাতে আমার নিশ্চিত ভাবে আপত্তি আছে। হ্যাঁ, কাজে যদি ভুল করে বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে নিশ্চিত ভাবে তার অ্যাবসেন্ট হবে। কিন্তু পৌরপ্রতিনিধি পরিবর্তন হলেই ১০০ দিনের কর্মী বা সুপারভাইজারদের চেঞ্জ করবো। এই প্রবণতাটা খুবই ক্ষতিকর। কারণ, গরিবদের কোনও দল হয় না। সে গরিব মানুষ। তা–ই তো সে ১০০ দিনের কাজ করছে বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

## চালু হল ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিশেষ বিভাগ 'নারীশক্তি'

**সোমনাথ পাল :** বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে বিশ্বব্যাপী এবং ভারতে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্তের হারও। চিকিৎসকদের মতে স্তনের কিছু কোষ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে ওই অনিয়মিত ও অতিরিক্ত কোষগুলো বিভাজনের মাধ্যমে টিউমার বা পিণ্ডে পরিণত হয়। সেটি করেন।

সেই কথা ভেবেই পিয়ারলেস হাসপাতালে চালু হল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিশেষ বিভাগ 'নারীশক্তি'। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একথা ঘোষণা করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, এই বিভাগে চিকিৎসক,

রক্তনালীর লসিকা (কোষ–রস) ও অন্যান্য মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই ক্যান্সার। কিন্তু চিকিৎসকরা মনে করেন যদি এই রোগের সঠিক চিকিৎসা শুরুতেই করা যায় তাহলে এই রোগটির সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব।

আমাদের শহরে বহু হাসপাতাল আছে যেখানে এই রোগের চিকিৎসা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলারা শরীরে প্রাথমিক কোনো লক্ষণ দেখা গেলেও তারা গোপন করে রাখেন, কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করাতে দ্বিধাবোধ করেন। যে কারণে বেশিরভাগ রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন একেবারে শেষ পর্যায়ে। এক্ষেত্রে মহিলারা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিষয়ে পুরুষ চিকিৎসকদের চেয়ে একজন মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ রেডিওলজিস্ট, টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স সহ সকল কর্মীই মহিলা। ব্রেস্ট ক্যান্সার শনাক্তকরণ থেকে চিকিৎসা সবটাই হবে মহিলা দ্বারা চালিত। যার ফলে রোগীরা সহজেই তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে দ্রুত ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ মধুছন্দা কর, ব্রেস্ট রেডিওলজিস্ট ডাঃ সুমা চক্রবর্তী এবং ব্রেস্ট সার্জেন্ট ডাঃ প্রগতি সিংহলের মতো মহিলা চিকিৎসকরা। হাসপাতাল অধিকর্তা ডাঃ ভি.আর. রামানন জানিয়েছেন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা খুবই ব্যয় বহুল, তাই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসার জন্য এক বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা চলছে যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে।

## শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হবে পানীয় জলের স্টেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন গড়ার কথা। যার দরুন ৩৭, ৪০, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জলের সংকটের সুরাহা হবে এবং সাধারণ মানুষ গ্রীষ্মকালে জল কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন এখনও পর্যন্ত না হওয়ার কারণ কী? ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগত পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র করা প্রশ্নের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিশেষ করে শিয়ালদহ অঞ্চলে এখন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বেশ ভালো আছে। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে গ্রীষ্মকালে ডিমান্ড প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। সেকারণেই ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রদ্ধানন্দ পার্কের একখন্ড জমি পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রায় ২৬.৭ লক্ষ লিটারের একটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন করার পরিকল্পনা আছে। এজন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। ক্যাপসুল বুস্টার তৈরি হলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চারপাশের পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের আরও উন্নতি হবে।

বিশ্বরূপ দে প্রশ্নে বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের বদলে ক্যাপসুল পাম্পিং স্টেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাহলে ক্যাপসুল পাম্পিং স্টেশন কী আদৌ উক্ত ৫টি ওয়ার্ডের মানুষের পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারবে? উত্তরে মহানাগরিক বলেন, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও ক্যাপসুল পাম্পিং স্টেশনের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছুই নেই। মূল তফাৎ জায়গা যতোটা পাওয়া যায়, সেই অনুসারে পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়। একটু ছোটো বলে ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন আর একটু বড়ো জায়গায় হলে তাকে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বলা হয়।

## লেন্স বার্তা

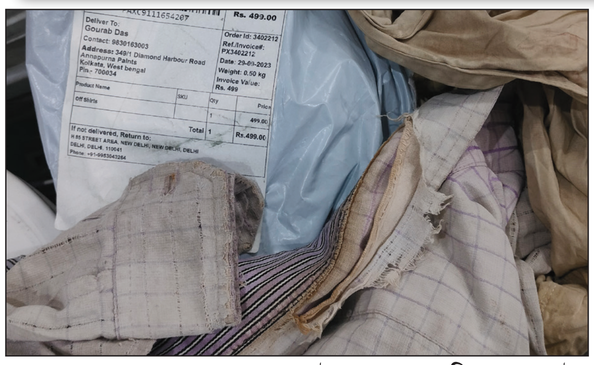

সাবধান : পুজোর আগে চূড়ান্ত অনলাইনে প্রতারণার শিকার অনলাইন ক্রেতার দল, নতুন জামার অর্ডার করে মিলছে ছেড়া জামা।

দেশবন্ধু ও নেতাজী প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতির মতিলাল ঘোষ লাইব্রেরী র শতবর্ষ উদযাপিত হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সমিতির বর্তমান কর্ণধার সন্দীপ দত্ত বক্তব্য রাখছেন।

'রাজভবন চলো' র জেরে থমকে গেলো কোলকাতার, গলি থেকে রাজপথ।

বৃষ্টি ভেজা বিকেলে, তেরঙ্গার ওপর দেদার ঘুমে বেস্ত সারমেয়।
ছবি : অভিজিৎ কর

সম্প্রতি নতুন ভোরের আলো সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে উত্তর কলকাতায় নেতাজি সংক্রান্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। দিব্যান গুহ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, শুভদীপ ব্যানার্জি চৌধুরী, গৌতম বিশ্বাস, দেবাশিস রায় সহ বহু গুণীজন উপস্থিত ছিলেন।এদিন ড. জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা নানা দৃষ্টিকোণে নেতাজি সুভাষ বইটি প্রকাশিত হয়।

# যাওয়া আসার পথে পথে

## মুন্সিরহাটের রামেশ্বরপুর গ্রাম

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

সেদিন মেট্রো রেলের বিপত্তির কারণে বেশ বিপদে পড়া গেল। মেট্রো না থাকায় সঠিক সময়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া খড়গপুর শাখার সাঁত্রাগাছি স্টেশনে পৌঁছনো গেল না। সকালে সাঁত্রাগাছি থেকে আমতাগামী শেষ ট্রেন টা চলে যাওয়ায় ভাবলাম একটা পথ বার করতেই হবে। সাঁত্রাগাছি থেকে কাজ না করে ফেরা যায় না। লেখক সাংবাদিক বন্ধু দীপক দাসকে ফোন করলাম। উনি পাতিহালে থাকেন। আমার গন্তব্যের কাছাকাছি। পথ বাতলে দিলেন। সাঁত্রাগাছি থেকে ডোমজুড় বাসে, ওখান থেকে মুন্সিরহাট ম্যাজিক ভ্যানে, এরপর সাঁকরাইলগামী ট্রেকারে রামেশ্বরপুর গ্রাম। ভরসা পেয়ে চলতে থাকলাম। মুন্সিরহাটে পৌঁছনোর আগে প্রাক্তন শিক্ষক গোপীনাথ মেথুরের ফোন এল। তিনি এখানকার বাসিন্দা। শিক্ষকমশাই ভরসা দিলেন মুন্সিরহাটে নেমে দাঁড়াতে। বাকিটা উনি ঠিক করবেন। দক্ষিণ–পূর্ব শাখায় হাওড়া–আমতা রেল লাইনে মুন্সিরহাট হল্ট রেল স্টেশন থেকে কাছেই মিনিট পাঁচেক হেঁটে গেলে রামেশ্বরপুর গ্রাম। আবার হাওড়া মূল বাস স্ট্যান্ড থেকে সড়কপথে মুন্সিরহাটে নেমে সাঁকরাইলের অটো ধরে রামেশ্বরপুর গ্রামে পৌঁছনো যায়। ম্যাজিক ভ্যান থেকে নেমে দেখি গোপীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাস, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার সব চাপ ওনার। বাজারের মধ্য দিয়ে দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। চাষের সময়, সেই চাষ নিয়ে গোপীবাবু কত কথা বলছেন। ক'ষিশ্রমিকের অভাব, চাষে লাভ নেই, এরকম সব কথা। আবার গ্রামীণ অর্থনীতি, সংস্ক'তি নিয়ে তাঁর অনেক অভি'তা। সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা। দুপুরে গ্রামে বহু বাড়িতে ভাত হয়নি, পিঠে খাওয়া হবে। বিশেষ করে যে বাড়িতে বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা আছেন। তাঁরা পুরনো রীতি মেনে চলেন। গোপীবাবুর বাড়িতেও সেদিন পিঠে হয়েছে। পিঠের আমন্'ণ জানিয়েছেন বারে বারে। কথায় কথায় সেদিন পৌঁছেছিলাম রামেশ্বরপুর গ্রামে। এখানে ৪২টি পরিবার শোলা শিল্পের কাজ করেন। আগে এই গ্রামে মালাকারদের 'চার কর্তা'র ঘর ছিল। অর্থাৎ, চারটি মূল পরিবার। তাঁরাই সংখ্যায় ক্রমশ বেড়েছেন। এখানকার শোলা শিল্পীদের পদবী দত্ত, দাস, মালিক, দে প্রভ'তি। তবে, সকলেই নিজেদের মালাকার গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত বলেন। এখানে তৈরি হয় শোলার টোপর, চাঁদমালা, নানারকম মডেল প্রভ'তি শিল্পদ্রব্য। এই গ্রামের পিনাকপাণি দাস (৭২), চক্রপাণি দাস (৬১), দেবরাজ দত্তদের (৫৬) কাজের খ্যাতি আছে। কাঁচামাল শোলা পাওয়া যায় স্থানীয় মুন্সিরহাট থেকে। যদিও কোনো কোনো শিল্পী বলেন এখানকার শোলা গুণমানে তেমন ভালো নয়। তাই বাইরে থেকেও কিছু শোলা আসে। অন্যান্য কাঁচামাল চুমকি, জরি, আঠা প্রভ'তি আসে কলকাতার বড়বাজার থেকে। তৈরি শিল্প বিক্রি হয় কলকাতার বড়বাজার, কুমোরটুলি প্রভ'তি জায়গায়। আবার মুন্সিরহাটের হাটেও কেউ কেউ বিক্রি করেন। দোকানে দেওয়া ছাড়া নিজেরাও শিল্প নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে বসেন হাটের চাতালে।

রামেশ্বরপুর–সাঁকরাইল রাস্তা থেকে নেমে ঢালাই রাস্তায় ঢুকলেই 'জয় মা মাহেশ্বরী' লেখা প্রথম বাড়িটি পিনাকাপাণি দাস, চক্রপাণি দাসদের। এঁদের শোলার কাজের বড় কারখানা। অনেক কারিগর কাজ করেন। দুই ভাই যৌথভাবে কাজ করেন। চক্রপাণি শিল্প তৈরি করেন, পিনাকপাণিবাবুর নেত্রীত্বে তা যায় শিল্প বাজারে। কারিগররা বেশিরভাগ মালাকার পরিবারের নয়। মাহিস্য, কায়স্থ, ব্রাক্ষ্মণও আছেন। কারিগররা নিজেদের মালাকার বলেন। পিনাকপাণি দাসেদের কারখানা স্থানীয় গ্রাম রামপুরে। এঁদের পূর্বপুরুষরা আগে থাকতেন উদয়নারায়ণপুরের খিলা গ্রামে। এখানে কথা হতে হতে এসেছেন দীপক দাস। এই গ্রামে নাড়ি নক্ষত্র সব তাঁর জানা। কথায় কথায় বেলা গড়িয়েছে। চক্রপাণি দাস এবং তাঁর স্'ী চৈতালী দাস বলেছেন, 'আজ না খেয়ে যাওয়া যাবে না।' এ তাঁদের পরম্পরা। অতিথিকে দুপুরে অভুক্ত ছাড়বেন না। আপত্তি করায় ওঁদের দাদা পিনাকপাণি দাসের ফোন এসেছে। তিনি গৃহকর্তা। কলকাতায় ছিলেন সেদিন। শাস্'' এই মালাকার বুঝিয়েছেন, গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যদি আমরা না খাই। অগত্যা, বেশ ত'প্তি নিয়েই খাওয়া গেছে।

এই পাড়ার দেবরাজ দত্ত (৫৬)

আগে ফুটবল খেলতেন। এখনও এই প্রৌঢের শরীর বেশ গা–াগো–া। তবে, বছর কয়েক আগে হার্টের অসুখ হয়েছিল। অসুস্থতা নিয়েই আপন মনে শোলার টোপর, চাঁদমালা গেঁথে চলেন এখনও। সেইসব শিল্প বিকোয় কুমোরটুলির 'শ্রী দুর্গা' শিল্পালয়ে। আফশোস করেন। বলেন, 'মূলধন থাকলে সারাবছর শোলার কাজ করে জমিয়ে রাখতে পারতাম।'

– মূলধন নেই কেন?

– ব্যাঙ্ক লোন দেয় না।

– তবে, কাজ করেন কী করে?

– বন্ধন ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে।

– শিল্পীদের জন্য যে পরিচয় পত্র দেওয়া হয় সরকার থেকে, তা আছে?

– নেই।

ঘরের মধ্যে থাকা দেবরাজ–পত্নী ক'ষ্ণা দত্ত (৫০) এবার সামনে আসেন। বলেন, 'এই কার্ড পেতে আমাদের কী করতে হবে বলুন। আমি যাবো অফিসে অফিসে।' উদ্যোগী ক'ষ্ণাদেবী নিজের স্বামীকে সরকারি হাসপাতালে জরুরী ভিত্তিতে কীভাবে হার্টের অপারেশন করিয়েছেন তা জানান সবিস্তারে। যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে স্বামীকে গভীর রাতে গাড়ি করে নিয়ে গেছিলেন কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ওখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজে সফল হয়েছিলেন। কথার শেষে যোগ করেন, 'স্বামীকে যখন বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম, তখন ওর ব্যবসাটাও বাঁচিয়ে রাখব অফিসে অফিসে দৌড়ে।' দেবরাজ মাথা নাড়েন স্'ীর কথায়। তিনি জানেন তাঁকে শোলার কাজ বাঁচাতেই হবে। তাঁর পূর্ব পুরুষরা সকলেই শোলার কাজ করেছেন। বাবা প্রয়াত কেশবচন্দ্র দত্ত ছিলেন শোলার শিল্পী। তাঁর বাবা নিকু'বিহারী দত্তের জায়গাজমি ছিল। আবার শোলার কাজও করতেন। নিকু'ের বাবা হরিদাস দত্ত এবং ত্রৈলোক্য দত্তরাও শোলার কাজ করতেন। তবে, এঁদের জায়গাজমিও ছিল। সময়ের সাথে সাথে এঁরা জায়য়গাজমি হারিয়েছেন। হারানোর সঙ্গে কিছু প্রাপ্তি হয়নি। শোলার গৌরবকে খুব উচ্চ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেননি এঁরা। তবে, শোলা এই পল্লীর ভরসা আজও।

এই পল্লীতে মালাকারদের দেবী মাহেশ্বরীর পুজো হয় সরস্বতী পুজোর পরে নবমী তিথিতে। সেদিন কাজ বন্ধ থাকে। দেবীর কোনো মুর্তিতে পুজো হয় না। কোনো পরিস্কার জায়গায় ঘট পেতে হয় পুজো।

ফেরাটা বেশ সুন্দর ছিল মুন্সিরহাট হল্ট স্টেশন থেকে ট্রেনে সোজা হাওড়া। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে ট্রেন। শনিবারের সন্ধ্যায় কয়েকজন মাত্র যাত্রীর মধ্যে আমিও একজন। দীপক আর গোপীবাবুর কথা খুব মনে পড়ছিল। নিজেদের কাজের অনেক ক্ষতি করে বন্ধুক'ত্য করতে এসেছিলেন।

# মাঙ্গলিকী

## অনীকের আহ্বানে তপনে নাট্যসন্ধ্যা

**কৃষ্ণচন্দ্র দে**

অনীক নাট্যদল প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার এবং তৃতীয় সোমবার মফঃস্বলের নাট্যদলকে আহ্বান জানিয়ে একটি মনোজ্ঞ নাট্যসন্ধ্যার আয়োজনে ব্রতী হয়েছে। অনীকের এই আহ্বান সকল নাট্যদলই আনন্দ সহকারে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে। আমরা যারা কলকাতার আশেপাশের গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে বহুদিন ধরে তাদের নাটকের কাজ ও উপস্থাপনা দেখে আসছি তারা জানতেই পারি না যে মফঃস্বলের নাট্যদলগুলি কিকি ধরনের কাজ করে চলেছে নীরবে। তাদের নাটকগুলি দেখলে মনে হবে তারা শুধু নাটক করছেই না, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচর্চাও সমানে জারি রেখেছে। তাদের অভিনীত নাটকগুলি ঐ নাট্যচর্চাও সমানে জারি রেখেছে। তাদের অভিনীত নাটকগুলি ওই নাট্যচর্চারই সুফল। এবারে বিগত ৪ সেপ্টেম্বর এবং ১৮ সেপ্টেম্বর তপন থিয়েটারে বিগত দিনের মতো মফঃস্বলের নাটকের আসর বসেছিল। যোগদানকারী নাট্যদল হিবে এসেছিল মোট চারটি নাট্যদল। আমরা কলকাতার নাট্য মোদী দর্শকেরা মফস্বলের নাটক গুলি দেখতে পাচ্ছি অনীকের কল্যাণেই। সাধারণত আমরা মফস্বলের নাটক দেখার সুযোগ পাইনা। তাছাড়া আমাদের নাট্যদলগুলি নিজেদের একটু এলিট ক্লাস বলে গর্ব করে থাকি। ভাবটা এমন যে আমরাই বাংলার এই নাট্য সংস্কৃতিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম মোটেই নয়। তাদের নাট্যকলা দেখলে এটা স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। প্রত্যেকটি নাটকই আঙ্গিকের দিক থেকে আলাদা ও মর্মস্পর্শী। প্রতিটি নাটকই দর্শকের মন ছুঁয়ে গেছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য অনীক ধন্যবাদর্হ হবে সন্দেহ নেই। এই উদ্যোগের পিছনে অনীকের যে দুজন কর্মীর নাম উঠে আসে তা নিঃসন্দেহে অরূপ রায় এবং অভিজিৎদার সৌজন্যে। আসলে এ ধরনের উদ্যোগ আর কোনো নাট্যদলকেই নিতে এ যাবৎ দেখা যায়নি। এতে যেমন আমরা কলকাতার নাট্যমোদি দর্শকবৃন্দ উপকৃত হচ্ছি তেমনি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র নাট্য সমাজের কল্যাণই হচ্ছে। এবং এই উদ্যোগের সকল খরচাপাতি অনীক নাট্যদল একাই বহন করছে। প্রতিযোগী দলের কোনো খরচ হচ্ছে না। তারা শুধু তাদের কলা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। প্রত্যেক নাট্যদলকেই অনীকের পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক নাট্যদলই অনীকের আতিথেয়তায় খুব খুশি। যতদূর জানি অনীকের এই শুভ উদ্যোগ সারা বছর ধরেই চলমান থাকবে। লেখক হিসাবে নয় একজন নাট্যকর্মী হিসাবেও অনীকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। এবারে যে নাট্যদলগুলি এসেছে তাদের সম্বন্ধে দু–চার কথা বলা প্রয়োজন। সেপ্টেম্বর ৪ তারিখে ৬–৩০ মিনিটে অভিনয় করল পূর্ব বর্ধমান থেকে এসেছেন নাট্যদীপ কালীতলা। তাদের প্রযোজনা 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' নাটক ও নির্দেশনায় সৌমেন্দু ঘোষ।

দ্বিতীয় নাটক ৭–৪৫ মিনিটে অভিনীত হল উত্র ২৪ পরগনার হালিশহর চারুচর্যা প্রযোজিত নাটক 'মছলীদলের গল্প গাঁথা'। কাহিনী শুক্লাপান, নাট্যরূপ সৌপ্তিক পান, আলো আকাশ মুখার্জী, আবহ সঙ্গম মল্লিক নির্দেশনায় অনির্বান ঘোষ। অভিনয়ে ছিলেন সৃজা ভট্টাচার্য, রুদ্রজ্যোতি ব্যানার্জী, সাথীবর্মন ও পূজা ভট্টাচার্য।

১৮ সেপ্টেম্বর ৬–৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী প্রযোজিত নাটক 'অন্ধকারের দেশে' অভিনীত হয়। নাটক তসোজিৎ রায়, নির্দেশনা– সৌগত ঘোষ। নাটকটি একটি প্রতিকী নাটক এবং সামাজিক বার্তাটি অসাধারণ। ভাবনা ও উপস্থাপনার প্রশংসা না করে পারছি না।

১৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় নাটক ৭–৪৫ মিনিটে অভিনীত হল আত্মিক ব্যান্ডেল প্রযোজিত নাটক 'যথার্থ চরিত্রহীন।' রচনা সঞ্জয় পাল, নির্দেশনা– আত্মিক। অভিনয়ে ছিলেন পলাশ, অরিত্রী,গোবিন্দ, স্বরূপ ও সঞ্জয়। পরিবেশনা আত্মিক (হুগলি)

এটাও একটু প্রতিকী ধর্মী উপস্থাপনা। তবে নাট্যগুণ সমৃদ্ধ নাটক। দর্শকের ভালো লেগেছে। শিল্পীদের অভিনয় দেখলে বেশ বোঝা যায় অভিনয়ের সাথে সাথে ওরা চর্চাও করে চলেছেন। নাটকটি বহু চর্চার নিয়মিত ফসল। উৎকৃষ্ট প্রযোজনা।

উপসংহারে একথা বলাই বাহুল্য যে অনীকের এই উদ্যোগ যথার্থভাবেই নাট্যজগতে নতুন সংযোজন। শুধুমাত্র প্রতিযোগী নাট্যদলই এতে উপকৃত হচ্ছে তা নয়, সমগ্র নাট্য সমাজ এতে যারপরনাই খুশি ও উদ্বেল। তারা সকলেই অনীককে সাধুবাদ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। তবে একথা ঠিক অনীক শুধুমাত্র ধন্যবাদ বা সাধুবাদ পাবার আশায় এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তারা একটা নতুন দিশা দেখাতে চেয়েছেন যাতে অনেকেই যেন এধরনের উদ্যোগে শামিল হন এবং অন্যকেও শামিল করান। এতে নাট্যসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন হবে।

আমি আশা করি তাদের এই শুভ উদ্যোগ সফল হবেই। এই উদ্যোগে আমি একজন ক্ষুদ্র নাট্যকর্মী হিসাবে কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা নেবই নেব। পরবর্তী সংখ্যায় পরের মাসের নাট্যসন্ধ্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

## নিমপীঠে রবিবার হয়ে গেল বিবেকানন্দ সম্মেলন ও আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নিমপীঠ:** সম্প্রতি নিমপীঠে বিবেকানন্দ সম্মেলন হয়ে গেল। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের উচচ শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে আন্তঃবিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যুব সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবিবার। যাতে মথুরাপুর ১, ২, জয়নগর ১, ২, কুলতলি ও পাথরপ্রতিমা ব্লক থেকে প্রায় ৪০০ পড়ুয়া অংশ নেন।

এদিন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই উপলক্ষে বিবেকানন্দ সম্মেলন হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী মহাবিদ্যানন্দজী মহারাজ, প্রাক্তনী সংসদের প্রতিনিধি মনোজ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শৌভিক দও, শান্তনু মন্ডল, আশীষ দাস, অধ্যাপক মৃন্ময় ঢালি, রাহুল শীট, মলয় মণ্ডল, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতনের সহ শিক্ষক অজয় কুমার দাস সহ আরো অনেকে।

এদিন বিবেকানন্দের ভাবাবেগ, আত্মঅনুশীলন, কর্মজীবন, মানুষের হয়ে সেবা নিবেদন সহ তাঁর জীবনের অনেক কিছুই তুলে ধরা হয়। এদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের পুরস্কৃত করা হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিন ২৪ পরগনার সাতটি জোনে এই প্রতিযোগিতা ও যুব সম্মেলন হচ্ছে বলে এদিন বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গেল। ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই যুব সম্মেলন ও প্রতিযোগিতা হবে। আর এদিন বৃষ্টি মাথায় করে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে।

## ভক্তিগীতি সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায়, সুভাষ মিত্রের সঞ্চালনায় ও রঞ্জন রায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এক আকষর্ণীয় ভক্তিগীতি সম্মেলন ও ধর্মসভা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত বিশ্বনাথ দত্তের স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন রাজেশ বসু ও ভাস্কর রায়চৌধুরী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতারশিল্পী ডক্টর অর্চিতা ঘোষ। সঙ্গে তবলা ও মন্দিরা বাজিয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন দেবাশিস মণ্ডল ও সুপ্রিয়া সেন। পবিত্র শুভ প্রাণবন্ত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## বার্ষিক মিলনোৎসব

**হীরালাল চন্দ্র :** গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিঁথি হরে কৃষ্ট শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাব ঘরে 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে চতুর্দশ বার্ষিক মিলনোৎসব বিশিষ্ট জনসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও মৌমিতা রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ধন্যবাদ দেন প্রান্তিক রায়চৌধুরী। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উৎসবে যাদু খেলা দেখিয়ে অসংখ্য দর্শকদের মন্ত্র মুগ্ধ করে দেন যাদু সম্রাট জুনিয়ার পিসি সরকারের একনিষ্ঠ সুযোগ্য প্রতিভাবান ছাত্র ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক চেতলার অধিবাসী প্রিয়ম গুহ। তাঁকে সহযোগিতা করেন প্রীতম দাস। তিনি অবিশ্বাস্য মনোমুগ্ধকর খেলা দেখিয়ে আপামর জনগণকে মোহিত করে দেন। দর্শকবৃন্দ প্রিয়মবাবুকে করতালির মাধ্যমে ভূয়সী প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ত্রিশ জন দরিদ্র মানুষকে ছাতা, ফুল গাছ, ব্যাগ বিতরণ করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করে অগণিত শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী সুমা দাস। সঙ্গে তলবায় সঙ্গত করেন প্রণব সেন। এছাড়া গান করেন সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সারদাপ্রিয়া সরকার প্রমুখ। তবলা বাজান সুব্রত সরকার। সারগর্ভ ভাষণ দেন গৌরী চৈতন্য মহারাজ, রাজকুমার নিয়োগী, হাসি নিয়োগী, অভিজিৎ বসু, সুকুমার বিশ্বাস, বিশ্বনাথ শীল, নীলু রায়চৌধুরী, দীপেন হাজরা, অজিত ঘোষ, রত্না মুখার্জী, প্রবীর রায় চৌধুরী প্রমুখ। সহযোগিতায় ছিলেন উদয় বসু, চন্দ্রনাথ দাস,পরিমল চক্রবর্তী, তপন মিশ্র, রত্না দাস, স্বপন পালিত, তপন বসু, এস ত্রিবেদী, পি. দলুই, তাপস সরকার প্রমুখ। কবিতা পাঠ করে আপ্লুত করেন মৌমিতা রায় চৌধুরী, অস্মিত মোদক, শুভব্রত ব্যানার্জী, ঋষিকা ভূঁইয়া প্রমুখ। নৃত্যে ছিলেন সৃজা দে। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অসংখ্য দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## পালিত হল প্রবীন নাগরিক দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১ অক্টোবর আন্তজার্তিক প্রবীন নাগরিক দিবস। দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল বজবজে। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিটির মূল উদ্যোক্তা 'বজবজ অরিন্দম' ও 'আমাদের বজবজ'। বিশেষ সহায়তায় ছিল বজবজ লাইব্রেরি, রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চ ও রূপম কলাচক্র। মিডিয়া পার্টনার ছিল আলিপুর বার্তা, বঙ্গশ্রী সংবাদ ও সংবাদ মুখোমুখি। সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। চলে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। মোট ৭০ দল প্রবীণ নাগরিকের উপস্থিতিতে হয় আলোচনা, আড্ডা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন ৮১ বছরের প্রবীণ শংকর বাগ। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন আহ্বায়ক দেবাশিস ঘোষ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বেনজির মানব, সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী, অনিল দাস, বাসুদেব কাবড়ী, রঞ্জু দাস, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নাল আবেদিন, পরশুরাম ঝা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যরঞ্জন মণ্ডল, প্রদীপ প্রামাণিক, বিরসা রায় প্রমুখ। রূপম কলাচক্রের তিন প্রবীণা পরিবেশন করেন প্রাসঙ্গিক একটি নৃত্য। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন কুণাল মালিক ও রশ্মি। এটিও ছিল অত্যন্ত জমজমাট ও উপযুক্ত উপস্থাপনা। আবৃত্তি করেন উদয় নারায়ণ দাস, শঙ্খনাথ রায়, সুরজিত মণ্ডল প্রমুখ। চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনা করেন ডাঃ শেখর রায় ও ডাঃ অশোক খাঁড়া। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা। প্রেসার ও সুগার পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা।

এছাড়া ছিল মরণোত্তর চোখ, অঙ্গ ও দেহদানের অঙ্গীকার। ব্যাপক সাড়া ছিল তাতেও। উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন ডাঃ সনৎ কর্মকার, মিলন মিস্ত্রী, গৌতম খাঁড়া, সন্দীপ ঘোষ, হারাধন কর্মকার, অরুণা বেগম, মেহেরুন্নেসা, শান্তিরাম ভট্টাচার্য, রুমা রায় ভট্টাচার্য, সৌরেন প্রামাণিক প্রমুখ। আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দলীয় কাজে দিল্লিতে থাকায় উপস্থিত হতে পারেন নি বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। তিনি চিঠি মারফৎ সেকথা জানান দেবাশিসবাবুকে। বিধায়ক অশোক দেব উপস্থিত হতে পারেন নি অসুস্থতার কারণে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলিপুর বার্তার কার্যনিবাহী সম্পাদক প্রণব গুহ।

দেবাশিস ঘোষ তাঁর বক্তব্যে জানান যে, প্রবীণ নাগরিকদের মঙ্গলার্থে ও মরণোত্তর চোখ, অঙ্গ ও দেহদানের কাজকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে থাকা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। দুর্গোৎসবের পর পুনরায় বৈঠক করে সংগঠন গড়ার কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান।

## সুন্দরবনের গ্রামে বিজ্ঞান চেতনার অনুষ্ঠান

**উজ্জ্বল সরদার :** সুন্দরবনের বালি দ্বীপের শিক্ষক সুকুমার পয়রা, গ্রামের মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা' সংগঠন। গ্রামের মেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের আলোয় আজ নিজেরাই আলোকিত হয়ে উঠছে এই সংগঠনের ছাতার তলায় এসে। এই দিশা সংগঠনের মেয়েরা পর্যায়ক্রমে তিনটি ব্যাচে সেলাই শিখে আজ বিভিন্ন ধরণের জিনিস বানিয়ে চলেছেন। প্রায় ৫০/৬০ জন মহিলা আজ নিজেরা সংসারের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সংগঠনের মহিলাদের জন্য প্রয়াত রুমা সেনের স্মৃতিতে 'বৈতালিক' সংগঠনের মাধ্যমে সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা সংগঠনের হাতে পৌঁছে দেওয়া হল উন্নত মানের সেলাই মেশিন। পাশাপাশি 'বৈতালিক' সংগঠনের উদ্যোগে সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মহাকাশ, চাঁদ, সূর্য, সাম্প্রতিক চন্দ্রযান–৩ এর সাফল্য, ল্যান্ডার বিক্রম, রোভার প্রজ্ঞান, সূর্যের উদ্দেশে প্রেরিত মহাকাশযান আদিত্য সম্পর্কে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বারাসত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দন সুরভী দাস। সহজ ও মনোজ্ঞ উপস্থাপনার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেন। আয়োজক সংস্থা 'বৈতালিকে'র সম্পাদক আশাবাদী আগামী দিনে সুন্দরবনের আরও প্রত্যন্ত গ্রামে তারা ছাত্রছাত্রীদের জন্য এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন বেশি বেশি করে সংগঠিত করবেন।

## চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আজ ৫ অক্টোবর, বিশ্ব শিক্ষক দিবস। প্রতিবছর এই দিনটি বিশ্ব শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন–এর সহযোগিতায় শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত 'ইউনেস্কো/আইএলও সুপারিশ' গ্রহণ করে। এরই স্মরণে এই তারিখটিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ভাবনা হল 'শিক্ষার জন্য আমাদের যে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় বিশ্বব্যাপী সেই শিক্ষকের ঘাটতি দূর করা জরুরি'। তাই চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আজ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করল। বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। এই দিবসটি সারা বিশ্বের শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য পালন করা হয়। ইউনেস্কোর মতে, বিশ্ব শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পালন করা হয়। বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এই দিবসটি পালনে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন মূল ভূমিকা রাখে। দিবসটি উপলক্ষে ইআই প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

## রহস্য রোমাঞ্চের ছবি ধোঁয়াশা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বহুদিন বাদে বন্ধুরা আবার মিলিত হয়েছে এক রিসর্টে। সেখানে এক বন্ধু খুন হয়ে যায়। কেন, কি কারণে খুন সেটা অনুসন্ধান করতে আসেন গোয়েন্দা গোমস। রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে আরেক রহস্যের সন্ধান পান গোমস। জমজমাট রোমাঞ্চে ভরা ছবির নাম ধোঁয়াশা। দীর্ঘ বিরতির পর গোয়েন্দা গোমসের চরিত্র অবতীর্ণ হলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। যুবক অবস্থায় অঞ্জন চৌধুরীর প্রায় সব ছবিতে তাঁকে আমরা পেয়েছি। শিল্পী ক্রিয়েশন'স নিবেদিত এই ছবির কাহিনিকার, প্রযোজক, পরিচালক হলেন সুজয় চক্রবর্তী। চিত্রনাট্যকার ও পরিকল্পনার দায়িত্বে শিল্পী চক্রবর্তী। উপদেষ্টা পরিচালক সৌম্য সরকার। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে সৌমেন দেবরায়। ছবির বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন শিল্পী চক্রবর্তী, রাজীব বসু, সুজয় চক্রবর্তী, রাজিকা মজুমদার, লুনা মুখার্জি শ্রুফ প্রমুখ।

## প্রাক্তনীর সাম্প্রতিক অধিবেশন

**শ্রেয়সী ঘোষ :** প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অধিবেশন বসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে। সেইমত চলতি অক্টোবর মাসের প্রথম মঙ্গলবার এই অধিবেশন যথারীতি বসেছিল ২০৯ নম্বর ঘরে। বিষয় ছিল শরৎ এল।

পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তনীর বর্তমান সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার। তিনি বৃষ্টি বিঘ্নিত শরৎকে তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে। সভ্য সভ্যরা গানে, কথায়, কবিতা পাঠে জমিয়ে রেখেছিলেন এই অধিবেশন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, শর্মিষ্ঠা সিনহা, বরুন দাস প্রমুখ। গানে সবার মন ভরালেন ড. পিনাকেশ সরকার। তিনি গাইলেন মধুরও তোমার শেষ যে না পাই এবং আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনিও গান শুনিয়েছেন এই অধিবেশনে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate, South 24 Parganas
District Planning& Statistics Section
New Administrative Building, 4th floor Alipore,
Kolkata- 27.

Memo No. 540 /PLAN Date.05.10.2023

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for Documentary film on achievements of Duare Sarkar -VII of Duration of approx 5 minutes of South 24 Pgs vide NIT No.539/Plan Date-05/10/2023.The last date of submission of rate is 12.10.2023 by 6.00 p.m.

For details of the above kindly visit: - https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
South 24 Parganas

Memo No. 1580/DICO/S24pgs. Dt. 06.10.2023

## আঁতস কাঁচে

### হুগলিতে ব্যাডমিন্টন

হুগলির নবগ্রামে হয়ে গেল অনূর্ধ্ব– ৯ ও ১১ রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। অনূর্ধ্ব– ৯ বিভাগে বালকদের সঞ্জীব সাহাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সৃজন ভৌমিক। বালিকা বিভাগে ঈশাণী মণ্ডলকে হারিয়ে খেতাব জিতেছে অহনা শ্রীমানি। অনূর্ধ্ব– ১১ বিভাগের বালকদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সায়ন ঘোষ। অর্ষভ সাহাকে হারিয়েছে সায়ন। বালিকাদের মধ্যে মাঘশ্রীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিতমা পাল। ডাবলসে (বালক) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অঙ্কুশ পাল ও হৃতম মাজি। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শেদ ফিফন ও রিতিকা দাস।

### ডালহৌসির ভোট

শতাব্দী প্রাচীন ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের সচিব পদের নির্বাচনে জিতে হ্যাটট্রিক করলেন লাল্টু দাস। ক্লাব নির্বাচনে পর পর তিনবার সচিব পদে প্রার্থী হয়ে অনায়াস জয় লাভ করে হ্যাটট্রিক করলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার লাল্টু। এই ক্লাবে প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আইএফএ–এর প্রাক্তন সহসভাপতি ও উদ্যোগী বাঙালি পার্থসারথী গাঙ্গুলি।

### হকিতে জয়ী বারুইপুর

হকি প্রতিযোগিতায় নজির গড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব ১৫ হকিতে জওহরলাল নেহরু কাপ প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় বারুইপুর হাইস্কুল। কলকাতার সাই কমপ্লেক্সে নদিয়ার ডন বস্কোকে ২–১ গোলে হারিয়ে দেয় বারুইপুর স্কুল। মেয়েদের মধ্যে বাঁকুড়া স্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বারুইপুরের মল্লিকপুর গার্লস হাইস্কুল। এরপর ১২ অক্টোবর রাজ্যের হয়ে খেলতে দিল্লি যাচ্ছে এই দল।

### মুরলী কলকাতায়

প্রাক্তন শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তি অফস্পিনার মুরালিধরনের জীবন এবার সিনেমার পর্দায়। মুক্তি পেতে চলেছে তার ক্রিকেট জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বায়োপিক ৪০০। যেখানে মুথিয়া মুরালিধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেতা মধুর মিত্তালকে। আর এবার তারই প্রচারে শহর কলকাতায় আসেন মুরলিধরন। সল্টলেকের শিক্ষা নিকেতন স্কুলে আসেন বিশ্ব ক্রিকেটের প্রাক্তন কিংবদন্তি। সেখানে তার বায়োপিকের প্রচার সারেন তিনি। পাশাপাশি শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে বায়োপিক ৪০০ এর উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুরলিধরন ও প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

# গোল্ডেন সুযোগ হাতছাড়া, ব্রোঞ্জ পেয়েও টিটিতে ইতিহাস গড়লেন নৈহাটির ২ তারকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** লক্ষ্য ছিল সোনা জয়। সেই স্বপ্ন এবার পূরণ হল না দুই বঙ্গতনয়ার। নৈহাটির দুই মেয়ে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকার মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্তি হল ব্রোঞ্জ। সেমিফাইনালে ডিপিআর কোরিয়ার চা সুয়ং–পাক সুগইয়ং জুটির কাছে ৭–১১, ১১–৮, ৭–১১, ১১–৮, ১১–৯, ৫–১১, ১১–২ গেমে হেরে যায় ভারতীয় জুটি। তবে শুরুটা ভালই করেছিলেন সুতীর্থা ও ঐহিকা। উত্তর কোরিয়ার জুটির বিরুদ্ধে প্রথম গেম জেতেন তাঁরা। কিন্তু সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি দ্বিতীয় গেমে। সেখানেই হার। তবে এরপর তৃতীয় গেমে ফের কামব্যাক করে ভারতীয় এই জুটি। সেই লিডও ধরে রাখতে পারেননি তারা। চতুর্থ এবং পঞ্চম গেম জেতে উত্তর কোরিয়ার প্রতিপক্ষ। ষষ্ঠ ম্যাচ জিতে ৩–৩

করে ভারতীয় জুটি। কিন্তু লড়াই অব্যাহত রাখলেও, শেষপর্যন্ত জিততে পারেননি। নির্ণায়ক ম্যাচ হেরে রুপো জয়ের সম্ভাবনা হাতছাড়া হল। সোনা বা রুপোর লড়াইয়ে হারলেও, নিজেদের সেরাটা দিয়েই উজাড় করে দেন বাংলার দুই মেয়ে। ব্রোঞ্জ পদকও অবশ্য অনেকটাই। কারণ, এর আগে এশিয়ান গেমসে টেবিল টেনিসের পোডিয়ামে আর কেউই যেতে পারেননি। সর্বোচ্চ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ছিল ভারতীয়দের লড়াই। সেই মিথ ভেঙেই এই প্রথমবার টেবিল টেনিস থেকে পদক নিয়ে এল বাংলার এই জুটি। তবে এই সাফল্যেই থেমে থাকতে নারাজ বাংলার এই ২ ক্রীড়াবিদ। আরও পরিশ্রম করে ভবিষ্যতে সোনা জেতার চেষ্টা করবেন বলে জানান ঐহিকা ও সুতীর্থা। তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য আগামী বছরের অলিম্পিক। তাঁরা বলেন, 'ওরা অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়। ওরা পিছিয়ে পড়েও দারুণভাবে ম্যাচে ফিরে আসে। আমরা সেটা করতে পারিনি। সেই কারণেই হেরে গেলাম।' তবে ব্রোঞ্জ জিতেও আপ্লুত দুই বঙ্গতনয়া। দেশের হয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি হল। ঐহিকা ও সুতীর্থা তা নিয়ে বলেছেন, 'আমরা এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছি এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। অসাধারণ অনুভূতি হচ্ছে। আমরা আরও ভালো ফল করতে পারতাম। কিন্তু যেটা হয়েছে তারপর ভবিষ্যতে আরও পরিশ্রম করতে চাই এবং পদকের রংও বদলাতে চাই।' আগামী অলিম্পিকই পাখির চোখ করছেন দুই তারকা। সে'কারণে নিজেদের ফিটনেসের ওপরই জোর দিতে চান আরও বেশি। এবারের এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয় তাঁরা নিশ্চিত করেছেন চিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জুটিকে হারিয়েই। সেটাই আগামী দিনে অনুপ্রেরণা দেবে বলে মনে করেন ঐহিকা–সুতীর্থা।

# বিওএ'র শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অলিম্পিয়ানরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। আর এখন ২০২৩ সাল। অর্থাৎ বিওএ (বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন) পা রেখেছে ১০০ বছরে। এই সংস্থার শতবর্ষকে মাথায় রেখেই আগামী সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে বিশেষ অনুষ্ঠান করলেন বিওএ কর্তারা। সংবর্ধিত হলেন বাংলার এক ঝাঁক অলিম্পিয়ান। টেবল টেনিস থেকে অ্যাথলেটিক্স, শুটিং,আর্চারি সব মিলিয়ে সোমবার বিকেলে নেতাজি ইন্ডোরে চাঁদের হাট। বিওএ'র শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলার ক্রীড়া জগতের কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করলেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তারা। অলিম্পিয়ান ছাড়াও গতবারের গুজরাটে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল গেমসে বাংলার পদক জয়ীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট সরস্বতী সাহা, সুস্মিতা সিনহা রায়, টেবল টেনিস খেলোয়াড় মৌমা দাস, পৌলমী ঘটক,অঙ্কিতা দাস। ছিলেন ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া শুটার জয়দীপ কর্মকার। ১৯৮৪ অলিম্পিকে অংশ নেওয়া বক্সার ভগীরথ সামুই। সুতীর্থা এই মুহূর্তে এশিয়ান গেমস খেলতে চিনে রয়েছেন। সুতীর্থার পরিবর্তে তাঁর বাবা মঞ্চে উঠে পুরস্কার নেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে এসে বিওএ–এর সম্মান গ্রহণ করেন আর এক অলিম্পিয়ান রাহুল ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি বলেন,বাংলার ক্রীড়া জগতের কৃতি খেলোয়াড়দের সম্মান জানাতে পেরে ভাল লাগছে। এই বছর আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ চলছে। এখন এশিয়ান গেমস চলেছে। সামনেই ন্যাশনাল গেমস। তারপরে অলিম্পিক। সবাইকে এক সঙ্গে পাওয়াটাও সমস্যার। তবু আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আগামী দিনে বাংলা থেকে খেলোয়া।রা যাতে সাফল্য পায় তার জন্য সব রকম ভাবে পাশে থাকবে বিওএ।'

# জোড়া গোল করে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম জয় দিল ক্লেটন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ক্লেটন সিলভা গোল পেলেন। একখানা নয়, একেবারে জোড়া। আর তাতেই আইএসএলে প্রথম জয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল। আগের মরসুমে যেখানে শেষ করেছিলেন, এদিন যেন ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার। ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ এফসিকে ২–১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। এটা আবার আইএসএলের ইতিহাসে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম জয় লাল হলুদের। এদিন পিছিয়ে পড়েও ২–১ গোলে জয় পেল ক্লেটনের বিরুদ্ধে। ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে যায় হায়দরাবাদ। ৮ মিনিটে সৌভিক চক্রবর্তী ও হোসে অ্যান্টনিও পার্দো লুকাসের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করে হায়দরাবাদকে এগিয়ে দেন হিতেশ শর্মা। তবে সমর্থকদের বেশিক্ষণ হাহুতাশ করতে হয়নি। দু'মিনিটের মধ্যে গোল শোধও হয়। হায়দরাবাদের বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় ছোট্ট চিপে জালে বল জড়িয়ে দেন ক্লেটন। প্রথমার্ধের বাকি সময়টা রক্ষণ ও আক্রমণের লড়াই জমে ওঠে। কিন্তু তাতে কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। ৪০ মিনিটের মাথায় চোট পান হায়দরাবাদের গোলকিপার। ক্লেটনের হাঁটু এবং কাট্টিমণির মুখের সঙ্ঘর্ষে মাঠে লুটিয়ে পড়েন গোলকিপার। সাত মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। তাতেও স্বাভাবিক করে তোলা যায়নি তাঁকে। অবশেষে কাট্টিমণির জায়গায় পরিবর্ত গোলকিপার অনুজ কুমারকে নামতে হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলে গতানুগতিক। যে যার রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত। তাতে গোল আসার সুযোগ ছিল না। কুয়াদ্রাত ৮৬ মিনিটের মাথায় বোরহার জায়গায় সিভেরিওকে নামান। মাঠে নামার পরেই নিশু কুমারের সেন্টারে হেড করে প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। কিন্তু পোস্টের কয়েক ইঞ্চি বাইরে দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। তখন থেকেই যেন রং বদলায় ম্যাচের। খেলা যখন ড্র'ই হবে ধরে নেওয়া হচ্ছিল, তখনই (৯০+৩ মিনিটে) জয়সূচক গোল করেন ক্লেটন। এরপরই যেন জেগে ওঠে যুবভারতী। এই গোলের পরই শেষমুহূর্তে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে দেয় লালহলুদ ব্রিগেড। শেষ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে সিভেরিওর জোরালো দূরপাল্লার শট কোনও রকমে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচান অনুজ। বাঁচিয়ে দেন নিশ্চিত ব্যবধান বাড়ানোর গোল। প্রথম ম্যাচ জামশেদপুরের সঙ্গে ড্রয়ের পর এই ম্যাচে স্বস্তির ৩ পয়েন্ট তুললেন কুয়াদ্রাত। অন্যদিকে, ফের গোলে ফেরায় ক্লেটন, স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন লাল হলুদ সমর্থকরা। ক্লেটন এ ভাবে দলকে আজ পর্যন্ত মোট ১৩ পয়েন্ট এনে দিয়েছেন, যা সর্বোচ্চ। আর কোনও ফুটবলার আইএসএলের কোনও দলকে গোল করে এত পয়েন্ট এনে দিতে পারেনি। ক্লেটনের ১৪টি গোল ইস্টবেঙ্গলকে ১৩ পয়েন্ট এনে দিয়েছে।

# এবার ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নীল রঙের প্রাধান্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এবার ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে প্রাধান্য পেল নীল রং। ফুটবলার কিংবা কোচ নয়, ইস্টবেঙ্গল তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী ও সুমিত মুখোপাধ্যায়কে সামনে রেখে জার্সি প্রকাশ করল শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাব। যা মূলত নীল রঙের। পাশাপাশি এর উপরে রয়েছে সাদা রঙের নকশা। চলতি আইএসএলে জামশেদপুর এফসি ম্যাচে ড্র করলেও হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত তিন মরসুমে ব্যর্থতার পরে এবারই তাদের আশার আলো দেখিয়েছেন কুয়াদ্রাত। আইএসএলে শুরুতেই অপরাজিত রয়েছে তারা, এমন এর আগের তিন মরসুমে তাদের ক্ষেত্রে কখনও হয়নি। ক্রমশ ছন্দে ফিরে পাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। এমন শুরু হওয়ায় আশাবাদী কুয়াদ্রাত বলছেন, আমি অনেক ইতিবাচক দিক দেখতে পাচ্ছি।

আমরা একটা ভাল প্রকল্প খুব সুন্দর ভাবে শুরু করেছি। আমাদের তিনজন খেলোয়াড় জাতীয় দলে খেলবে। আমাদের নতুন খেলোয়াড় হিজাজি মাহের ওর দেশের (জর্ডন) জার্সি গায়ে খেলে। আমাদের গিল অনূর্ধ্ব ২৩ দলে এবং আরও তিনজন অনূর্ধ্ব ১৭ দলে খেলে। ক্লাব একেবারে ঠিক দিকে যাচ্ছে। আমাদের এখন ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে। এই লিগে অনেক শক্তিশালী দল রয়েছে। সে জন্য আমাদের ওপর চাপও অনেক বেশি'। ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ থাকলে সমর্থকেরা গ্যালারিতে একটি বিশাল টিফো টাঙিয়ে রাখেন, যেখানে লেখা যাকে, এগারো জোড়া পায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন'। এই টিফো কুয়াদ্রাতেরও নজর এড়ায়নি এবং তিনি আপ্লুত। লাল–হলুদ সমর্থকদের নিয়ে যে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন তিনি, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। যখন বললেন, টিফোটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সমর্থকদের প্রশংসা করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি। তারা যে ভাবে আমাদের সমর্থন করে চলেছেন, তা অনবদ্য। আমাদের জয় দেখতে যে ওরা কতটা আগ্রহী, আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছি। যেখানেই যাই, সেখানেই সমর্থকেরা আমাকে অভিবাদন জানায়। ওরা আমাদের কাছ থেকে যেমন সাফল্য চায়, আমিও ওদের কাছ থেকে তেমন সমর্থন চাই। দীর্ঘ মরসুমে ভাল–খারাপ সব রকম সময়ই আসবে। সব সময়ই আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। কথা দিলাম, ভাল ফলের জন্য সর্বস্ব দিয়ে দেব।'

# ইস্টবেঙ্গলে নতুন দায়িত্বে সন্দীপ পাতিল থেকে ঝুলন গোস্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফুটবলে বিনিয়োগকারী ছিলই, এবার ক্রিকেটকেও ঢেলে সাজিয়ে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। নতুন মরসুমের শুরুতেই এল নতুন স্পনসর। তৈরি হল নতুন করে পথচলা। লাল হলুদ ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নিল শ্রাচী গ্রুপ। শহরের পাঁচতারা হোটেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তিপত্রে সই করে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ৩ বছরের জন্য যুক্ত হল এই গ্রুপ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিল, প্রাক্তন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য অভিষেক ডালমিয়া, প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্য কর্মকর্তারা। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী, ভাস্কর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির বসু, অলোক মুখার্জি, তরুণ দে, প্রশান্ত ব্যানার্জি, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জির মত ক্রীড়া জগতের বহু ব্যক্তিত্বরা। ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের কোচ আব্দুল মোনায়েম সহ দলের সমস্ত ক্রিকেটাররা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের লাল হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। মঞ্চের পর্দায় তুলে ধরা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেটের অতীত থেকে বর্তমান সময়ের সমস্ত ছবি। সন্দীপ পাতিলের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষর স্মারক আর ক্লাবের আজীবন সদস্য পদ। এমন সম্মান পেয়ে অভিভূত বিশ্বজয়ী দলের সদস্যও। এবার শক্তিশালী দল গঠন করেছে লাল হলুদ ব্রিগেড। ময়দানের সফল কোচ আব্দুল মুনায়েমকে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার দলের সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে আরও বড় নাম ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মেন্টর হিসাবে আগেই ছিলেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন মরসুমে লাল হলুদের ক্রিকেট দলের চিফ মেন্টর হলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল। এছাড়াও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী ও চিনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বোলিং কোচ রাজীব দত্তকেও দলের পরামর্শদাতা করা হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভাপতি, ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত শ্রাচি গ্রুপকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলার ক্লাব ক্রিকেটে আজ এক ঐতিহাসিক দিন।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল নিজের বক্তব্যে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সময়কার নানা ঘটনা তুলে ধরেন। বলেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট টিমের চিফ মেন্টরের ভূমিকায় কাজ করতে তিনি উদগ্রীব।

# এবারের পুজো মাতাতে শহরে আসছেন রোনাল্ডিনহো

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** একে উৎসবের আমেজ। তার ওপর পুজোর মরসুমে রয়েছে বিশ্বকাপ। এবার তিলোত্তমাবাসীদের জন্য সুখবর। দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, অক্টোবরে কলকাতায় আসবেন রোনাল্ডিনহো।

এবার সেই খবরে খোদ সিলমোহর দিলেন রোনাল্ডিনহো। ৪৩ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার জানিয়েছেন, চলতি মাসেই কলকাতাতে আসবেন তিনি। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় এসে কী কী করবেন রোনাল্ডিনহো, সেই ব্যাপারেও নিজের সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন তিনি। এর আগে কলকাতায় এসেছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে। তিলোত্তমা দর্শন পেয়েছে আর্জেন্টাইন কিংদবন্তি দিয়েগো মারাদোনার। কাতার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসির পা–ও পড়েছে কলকাতায়। চলতি বছরে ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তর উদ্যোগে কলকাতায়

এসেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এবার ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তর উদ্যোগে কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনাল্ডিনহো।

ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনাল্ডিনহো ফেসবুকে জানান, অক্টোবরে তাঁর আসন্ন কলকাতা সফরের কথা। তিনি লিখেছেন, আমি এই প্রথমবার কলকাতা সফরে যাব। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে যাচ্ছি।'

রোনাল্ডিনহো জানান, কলকাতায় এসে তিনি একাধিক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। যেহেতু দুর্গাপুজোর সময় তিনি কলকাতায় আসছেন, তাই তাঁর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, আহরিটোলা যুবকবৃন্দ, বারুইপুর, গ্রিন পার্ক ও রিষড়ার পুজোমন্ডপে যাবেন। এখানেই শেষ নয়। রোনাল্ডিনহো ডায়মন্ড হারবার এফসি মাঠে একটি চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচে খেলবেন। রোনাল্ডিনহো জানিয়েছেন, স্পনসরদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। কলকাতায় যে প্রচুর ব্রাজিল সমর্থক রয়েছেন, তা জানেন বলেছেন রোনাল্ডিনহো। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে রোনাল্ডিনহো জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তিনি জার্সি তুলে দিতে চান। এবং ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই বাংলার দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি শিখতে চান ক্রিকেট। এবারের দুর্গাপুজোয় কলকাতায় সাম্বা ম্যাজিক দেখাতে চান রোনাল্ডিনহো। কলকাতা সফরে আসার বার্তার শেষ লাইনে রোনাল্ডিনহো লিখেছেন, আমি তোমাদের ভালোবাসি।' ফলে এখন থেকেই তাঁর আসার কাউন্ডডাউন যে শুরু হয়ে গেল, তা বলার অপেক্ষা রইল না।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com